



# প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM • Daily • 13<sup>th</sup> Year, 40 Issue • 11 February, 2022, Friday • ২৮ মাঘ, ১৪২৮, শুক্রবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

## মধুছন্দার অকাল প্রয়াণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। আর গান গাইবেন না তিনি। হারমোনিয়ামের রিড-এ আব্দুল রেখে নিজের সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের আদরমাখা কণ্ঠে আর কোনওদিন তিনি বলবেন না— ‘সুরে গাও, সুরে গাও’। গানের প্রতি নিজের অগাধ প্রেম এবং দীর্ঘ প্রায় তিন দশকের সাধনাকে আলবিদা জানিয়ে, ইহজীবনের যবনিকায় পতন ঘটল উনার। বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৫০ মিনিটে শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিখর হলেন রাজ্যের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মধুছন্দা চক্রবর্তী। মৃত্যুকালে শিল্পীর



বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ শিল্পীর প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সংশ্লিষ্ট মহলে শোকের ছায়া নেমে আসে। প্রয়াতা শিল্পী উনার মৃত্যুতে স্বামী আশিশ চক্রবর্তী তথা বাবলা এবং একমাত্র পুত্রসন্তান অভিষেক সহ অজস্র গুণগ্রাহীদের রেখে গেছেন। জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী নিহারিকা নাথ-এর গুরু মধুছন্দাদেবী বেশ কয়েকজন খুদে শিল্পীকেই • এরপর দুইয়ের পাতায়

## বাম কর্মীকে পিটিয়ে খুন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ ফেব্রুয়ারি।। রাস্তায় পিটিয়ে খুন করা হল এক সিপিআই(এম) কর্মীকে। অভিযোগ বিজেপির এক পঞ্চায়েত সমিতির



সদস্য-সহ আরও ছয়জনের বিরুদ্ধে। বিলোনিয়ার রাজনগর বিধানসভার কমলপুর বাজারে সন্ধ্যা সাঁতচায় এই ঘটনা। সিপিআই(এম)-র ত পশিলি ও মকসাজীবী সংগঠনের কর্মী, বেনু বিশ্বাস মারা গেছেন। হাসপাতালে যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হয়, ডাক্তাররা • এরপর দুইয়ের পাতায়

# উপরি বাতাস ঠেকাতে অমরপুরে হঠাৎ হরিনাম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অমরপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। এবার কি তাহলে সনাতনী হিন্দুদের জাগিয়ে তোলার কাজ শুরু হলো? মাত্র একদিন আগেই বৈষ্ণব, গোস্বামীরা সাংবাদিক সম্মেলন করে তাদেরকে যখন বিপিএল মর্যাদা দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, এর পরদিনই হিন্দু জাগরণের সরকারি উদ্যোগ দেখে নানা মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অনেকেই বজ্রব, ভোট ব্যান্ড ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার এক এক রণকৌশল। তবে হঠাৎ করেই অমরপুরে উদ্যোগে এমন নামসংকীর্ণন দেখে শুধু চমকেই উঠেননি সাধারণ মানুষেরা, শব্দযাত্রার আশঙ্কা করে অনেকে হতচকিয়েও উঠেছেন। ঘটনা অমরপুরে, বৃহস্পতিবার সকালের। সরকারি ঘোষণার কারণে বাজারে বাজারে হরিনাম সংকীর্ণনের আসর এখন বন্ধ। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে হঠাৎ করেই অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের তরফে হরিনাম সংকীর্ণন চালিয়ে দেওয়া হয় মাইকে। উল্লেখ্য, বিধায়ক তহবিলের টাকায় কদিন আগেই গোটা অমরপুর শহরে মাইক লাগিয়েছে নগর পঞ্চায়েত। এই



মাইক লাগানোর কি উদ্দেশ্য, তা নিয়ে খোদ নগর কর্তাদের মধ্যেই

**পৃষ্ঠা ৬**  
**মন্ত্রীপ্রা় আশিসকে জামিন দিল ইলাহাবাদ হাইকোর্ট**  
**স্কুল-কলেজে আপাতত হিজাব-গেরুয়া স্কার্ফ কিছুই চলবে না**  
**‘গেরুয়া হতে পারে জাতীয় পতাকা’**

রয়েছে ধন্দু। তবে অনেকের ব্যাখ্যা— বাজারে আগে কোনও ঘোষণার জন্য ঢোল বাজানোর যে রীতি ছিলো পরে তা টিন বাজানোতে এসে থেমে যায়। এখন আর বাজারে ঢোলকিয়ারও নেই, সেই ঢোল বাজানোও নেই। তাই নগর পঞ্চায়েত নগরবাসীদের মধ্যে জরগরি কোনও ঘোষণা, ট্রাফিক আইন কিংবা সরকারের জরগরি সিদ্ধান্ত সমূহ জানিয়ে দেওয়ার জন্য নতুন কৌশল হিসেবে শহরে মাইক লাগিয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। বিশেষ করে শাসক দলের নেতারা এই কথাই বলেন। যদিও এ নিয়েও মতানৈক্য রয়েছে তাদের মধ্যে। কিন্তু • এরপর দুইয়ের পাতায়

# তৃণমূলই শাসকের জিয়নকাঠি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা ১০ ফেব্রুয়ারি।। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে রাজ্যের ৫৮ টা ব্লকেই গণ ডেপুটেশন কর্মসূচি সফল ভাবে সম্পন্ন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। লোক সমাগমও মোহাৎ কম হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য নেতাদের দাবি, কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা কিংবা শাসক বিজেপির মাসলমানদের আক্রমণ দূরের কথা হুমকির মুখেও পড়তে হয়নি। যাকে বলে একেবারে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। এমনকী প্রায় সব জায়গাতেই তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল ও ডেপুটেশনে পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদেরও দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই গতকাল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে আরেকা দফতরের কর্তার নিরাপত্তা বেস্টনী আর তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্যে রাজ্যের সচেতন রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে গুঞ্জন। উঠছে প্রশ্ন। যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতামন্ত্রীরা রাজধানী আগরতলা থেকে আমতলি পর্যন্ত পা রাখতে গেলেই আক্রান্ত হতে হয়েছে, শাসক দলীয় ঠ্যাণ্ডারে বাহিনীর হামলায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতার রক্ত ঝড়ে ছে জাতীয় সড়কে। ভাঙচুর হয়েছে গাড়ি।

স্মৃতিভা দেব থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের তাবড় নেতারা আক্রান্ত হয়েছে আমবাসা থেকে আগরতলায়। আক্রমণে শেষ পর্যন্ত প্রাণ গেল মুজিবুর ইসলাম মজুমদারের মত নেতার। বিশালগড়ের পথে খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের যুব আইকন অভিষেক ব্যানার্জির গাড়ি পর্যন্ত আক্রান্ত



হলো। হলিয়া জরি হলো, রাজধানীর কোনও হোটেল য়াতে বহিরাগত তৃণমূল কংগ্রেস নেতা নেত্রীদের ঠাঁই দেওয়া না হয়। আক্রান্ত হলো লালবাহাদুর ক্লাব সংলগ্ন সুবল ভোমিকের বাড়ির তৃণমূল ক্যাম্প অফিস। সেই আঘাতের একের পর এক ক্ষতচিহ্ন এখনো মুছে যাচ্ছেনি। আক্রান্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের অনেকে

এখনো চিকিৎসাধীন। ঠিক এই সময়েই আচমকা রাজ্যের প্রায় সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেসের সফল রুক ডেপুটেশন। কোনও হামলা নেই। নেই হুজুতি। ছিল না শাসক শিবিরের রক্তক্ষয়ঙ্গর। তাও এমন এক সময়, যখন সুদীপ রায় বর্মাণ ও আশিস কুমার সাহা’র মতো বিজেপি বিধায়করা গেরুয়া

কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেসের পেছনে? এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিই বা কি? ঠিক যেন বাম আমলের সূত্র প্রণেতা। সেই দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বাম বিরোধী ভোঁককে ছত্রখান করে রেখেছিলো মোলারমাঠ। এবার সেই সূত্রই কার্যত প্রয়োগ করে শাসক বিজেপি বিরোধী ভোটকে

ছিটমহলে আবদ্ধ রাখতে চাইছে শাসক দল। উদ্দেশ্য একটাই — কোনওভাবেই যাতে বিরোধী ভোট এক বাস্ত্বে পড়তে না পারে। এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ভোটের চাইতে অ-কমিউনিস্ট ভোট ব্যান্ডকে ছত্রখান করে দেওয়া যে অনেক বেশি সহজ তাও বুঝে গিয়েছে শাসক দল। যে কারণে প্রথম • এরপর দুইয়ের পাতায়

ছিটমহলে আবদ্ধ রাখতে চাইছে শাসক দল। উদ্দেশ্য একটাই — কোনওভাবেই যাতে বিরোধী ভোট এক বাস্ত্বে পড়তে না পারে। এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ভোটের চাইতে অ-কমিউনিস্ট ভোট ব্যান্ডকে ছত্রখান করে দেওয়া যে অনেক বেশি সহজ তাও বুঝে গিয়েছে শাসক দল। যে কারণে প্রথম • এরপর দুইয়ের পাতায়

# বাঁপ পড়লো ৭১ প্যাথলজি ল্যাবে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর কতটা ঘুমে নিমগ্ন, তার একটি বড় দলিল প্রকাশ্যে চলে এলো। আইন মেনে যে কাজটি স্বাস্থ্য দফতরের উচ্চ আধিকারিকদের করার কথা, সেই দায়িত্ব পালন করলো ত্রিপুরা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। দায়িত্ব পালনের প্রমাণ হিসেবে, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব বিষ্ণু কর্মকার নিজে স্বাক্ষর করে একটি নির্দেশিকা জারি করেছেন। গতকাল তথা বুধবার নির্দেশিকাটি জারি করে বিসুবাবু নির্দেশায়েচেন, রাজ্যে মোট ৭১টি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিকে ‘পার্মানেন্টলি ক্লোজড’ ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ, সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করে এই ঘোষণা করার কথা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের।

সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হলো, যে ৭১টি প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিকে বন্ধ ঘোষণা করেছে রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, তার মধ্যে দুটো ল্যাব দুই ডাক্তারের। ডা.

সেই অনুমতি বিভিন্ন নিয়ম মেনে ‘রিনিউ’ করতে হয়। কিন্তু আদৌ সেসব হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে কে দেখবে? একইভাবে কৈলাসহরের গোবিন্দপুর এলাকার কলেজ

যখন প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরিগুলো তাদের ব্যবসা শুরু করে, সেগুলোর নিয়মকানুন এবং পরবর্তীকালে বৈধতা প্রক্রিয়া, চালিয়ে যাওয়ার কাজটি কিভাবে সম্পন্ন হয়? এখানেই শেষ নয়, কে বা কারা এর পেছনে ছড়ি ঘোরান? কিভাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ মোটিব জরি করে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে পারলো, রাজ্যে ৭১টি ল্যাবকে ‘পার্মানেন্টলি ক্লোজড’ ঘোষণা করা হয়েছে? এই কাজটি স্বাস্থ্য দফতরের করার কথা নয়? জানা গেছে, একেক সময় নিজেদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান শুরু করার আগে ল্যাবরেটরির মালিক অথবা মালিকিন’রা সকলেই স্বাস্থ্য দফতর অথবা দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাছ থেকে ‘কনসেন্ট টু এস্টাবলিশ’ অথবা ‘অপারেট সাটিফিকেট’ নিয়েছেন। কিন্তু যে ৭১টি ল্যাবকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বন্ধ ঘোষণা

করেছে সেগুলো যাত্রার কয়েকদিন পর থেকে হয় বন্ধ নয় নিজদের অস্তিত্বই আর ধরে রাখেনি। জানা গেছে, উদয়পুরের রেখা সরকার, বিকাশ পান, বিষ্ণুপদ ভৌমিক, মুগাল চন্দ্র বিশ্বাস, প্রদীপ দাস, উত্তম কুমার দাস, শুভেন্দু ভৌমিক, সুমন সাহা, বুলবুল সরকার, পূর্ণেন্দু দত্ত সহ কয়েকজনের ল্যাবকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অমরপুরের সুশান্ত দাস, অসিত রঞ্জন সাহা, সমীর চৌধুরী, বিশজিৎ ভট্টাচার্য, মিত্র চৌধুরী গোস্বামী, বাবুল সাহা, বিশজিৎ দাস, প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ কয়েকজনের ল্যাবকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে সাক্ষরমের লক্ষ্মী প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, বিলোনিয়াতে সুবোধ পাল, রাজীব সাহা, লিটন দাস, বাসুল বৈদ্যের বৈদ্য ডায়াগনস্টিকস, পুলক অধিকারী সহ বেশ কয়েকজনের ল্যাবকে • এরপর দুইয়ের পাতায়

## নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে টিএসআর

প্রেস রিলিজ, আগরতলা ১০ ফেব্রুয়ারি।। সরকার পরিষেবার সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি প্রশাসনিক ব্যবস্থার অস্তিম ব্যক্তিদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নাগরিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে টিএসআর জওয়ানদেরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বৃহস্পতিবার গকুলনগরস্থিত টিএসআর প্রথম বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পরিদর্শন শেষে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পরিদর্শনকালে হেডকোয়ার্টারের বিভিন্ন বিভাগগুলি ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। টিএসআর জওয়ানদের আবাসনগুলির বাস্তবিক অবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি জওয়ানদের পরিবারের

আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সৈনিক সম্মেলনে টিএসআর জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিদর্শন শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে টিএসআর জওয়ানগণ নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ দমন থেকে শুরু করে রাজ্যের বাইরেও নিজেদের দক্ষতার নজির রেখেছে এই বাহিনী। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে তারা সরাসরি তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানানোর সুযোগ পান না। তাই মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী হিসেবে প্রতিটি বাহিনীর হেডকোয়ার্টার, ক্যাম্প এবং ছোট ছোট প্ল্যাটুন পোস্টে গিয়েও জওয়ানদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের এই গর্বের বাহিনীর মনোবল চাঙ্গা করার লক্ষে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও নির্ধারিত কর্তব্যের পাশাপাশি টিএসআর জওয়ানদের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কাজের সঙ্গে যুক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। গতানুগতিক কাজ সম্পাদনের পাশাপাশি রাজ্যের ইতিবাচক কর্মকাণ্ড ও ঘটনাবলী সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখার উপরও গুরুত্বারোপ করেন। সৈনিক সম্মেলনে মতবিনিময় করতে গিয়ে উ পস্থিত টিএসআর জওয়ানগণ মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে তাদের মনোবল অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। সপ্তম বেতন কমিশনের



সদস্যদের সাথেও তিনি কথা বলেন। আবাসনগুলিতে উপস্থিত হয়ে জওয়ানদের থাকা সহ বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হন। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে অতিসত্বর ব্যবস্থা নিতে

প্রত্যক্ষ করছেন। পরিদর্শনকালে সৈনিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার পরিচালনায় শীর্ষ আধিকারিকদের যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি সরকারি ব্যবস্থার অস্তিম ব্যক্তিরও গুরুত্ব রয়েছে।

সুফলও পেয়েছেন। পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন, সিপাহিজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, আইজি টিএসআর সহ টিএসআর-র পদস্থ আধিকারিক ও জওয়ানগণ।

## প্রধানের স্বামীর হাতে পঞ্চায়েত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১০ ফেব্রুয়ারি।। এটা রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা নাকি স্বৈচ্ছাচারিতা তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। কারণ, এই বিজেপি আমলেই যখন ট্যাক্সপারেন্ট গভর্নেন্স’র কথা বলা হচ্ছে তখন বেশ কিছু পঞ্চায়েতেই দেখা গিয়েছে নির্বাচনে লড়াই করে পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছেন তার স্ত্রী আর তাকে প্রস্তুি দিচ্ছেন ঘরে বসে তার স্বামী। সেই কারণে বেশ কিছু এলাকায় কাজকর্ম নিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠছে সিপাহিজলা জেলার কুলুবাড়ি পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে। জানা গেছে, এই পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত • এরপর দুইয়ের পাতায়

# সমগ্র শিক্ষায় বেসামাল দফতর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পে নিযুক্ত শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ ইস্যুতে উচ্চ আদালতের রায় কার্যকর করা নিয়ে রীতিমত আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষা দফতরের একাংশ আধিকারিকদের মধ্যে। মূলত ওই শিক্ষকদের জন্য দফতরের তৈরি করা বঞ্চনার



স্কীমকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে পুনরায় উচ্চ আদালতে শিক্ষকদের একের পর এক মামলা, ওই শিক্ষকদের টেটের জালে আটকাতে দফতর কর্তাদের কেরামতি চূড়ান্ত রূপ হওয়া আর এইসব বিষয় নিয়ে প্রতিবাদী কলম’র ধারাবাহিক লেখনীর জেরে দফতর কর্তাদের মধ্যে সৃষ্ট এই আতঙ্ক যে একাংশ আধিকারিকের মস্তিষ্কে বিকার ঘটাতে শুরু করেছে তার একটি

বড়সড় প্রমাণ পাওয়া গেল বৃহস্পতিবার অপরাহে। এদিন উনকোট জেলার পৌঁচারথল ব্লক প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর তথা পৌঁচারথল বিদ্যালয় পরিদর্শক এমন একটি নির্দেশনামা ইস্যু করেন যা দেখে সমগ্রশিক্ষা প্রকল্পের চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের মধ্যে সেটাই ঠিক করতে পারছে না। তিনি তার অধীনস্থ সমগ্রশিক্ষার প্রকল্পের চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, সকল শিক্ষকরা যেন তাদের চাকরির কন্ট্রিবিউশন / এক্সটেনশনের সকল কাগজপত্র সমেত নির্দিষ্ট ফরমেট পূর্ণ করে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ শুক্রবারের মধ্যে প্রচার চ্যানেল দ্বারা প্রকল্পের রাজ্য মিশন অধিকর্তার নিকট জমা দেয় এবং বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার কথাও তিনি নির্দেশনামায় উল্লেখ করেন। পৌঁচারথল বিদ্যালয় পরিদর্শকের এই নির্দেশনামা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এতে গোটা • এরপর দুইয়ের পাতায়

**মেডিকা সেন্টার আগরতলা**

**মেডিকা সুপারস্পেশালটি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ**  
চিকিৎসকগন পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন

**নিউরো ওপিডি**

**ডাঃ সুনন্দন বসু**  
কনসাল্টেন্ট - নিউরো অ্যান্ড স্পাইন সার্জারী  
MBBS, FRCS, EANS,  
European Certificate of Neurosurgery

**রেসপিরেটরি ওপিডি**

**ডাঃ নন্দিনী বিশ্বাস**  
কনসাল্টেন্ট - রেসপিরেটরি মেডিসিন  
MRCP (UK & London) CCT (UK) FRCP (Edin)

**তারিখ : 24/02/2022**

**7005128797 / 03812310066**  
**টেরেসা হেল্থ কেয়ার**  
বিবেকানন্দ স্টেডিয়ায়মের পশ্চিম দিকে, নর্থ গেটের সামনে,  
আগরতলা, ত্রিপুরা ৭৯৯০০১

**তারিখ : 24/02/2022**

## বাম নেতার ভ্যাকসিন চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১০ ফেব্রুয়ারি।। বেড়ালটির নাম হলে পাগুর পুঁথি, মিনু বা ক্যাটি! হয়তো বা এই বেড়ালটি গত কয়েক বছর ধরেই উনারে বাড়িতে থাকে। কে জানে, হয়তো মালিক শুয়ে পড়লে বেড়ালটিও লুকিয়ে দুধ খায়। অথবা ঠিক উন্টোটা, মালিকে মত এখনও ‘চুরি’ করতে শেখেনি বেড়ালটি। হঠাৎ এই খবরের চরিএ হিসেবে বেড়ালটি উঠে এলো কেন? কারণ, এক বেড়ালের কামড়কে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক যোঁটাল। সামনে এলো। কাঞ্চনবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডা. সহেল দেবনাথের সঙ্গে গোপন আঁতাত করে অনৈতিকভাবে র‍্যাবিস ভ্যাকসিনের ঘটনা দীর্ঘদিন ধরেই চালিয়ে সংশ্লিষ্ট একটি চক্র। গত ৫ তারিখ একটি বেড়াল হঠাৎ করেই কামড়ে দিয়েছিল অজয় বসাককে। পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ি এলাকার বাসিন্দা অজয়বাবু ঘটনা পর কাঞ্চনবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. বালেন। এই কার্ড থাকলে বিনে পয়সায় টিকা নেওয়া যাবে। কিন্তু উনি • এরপর দুইয়ের পাতায়



সোজা সাপটা  
দিল্লি চুপ

বেশ কিছু বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হতে পারে। আর এই উপ-নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য শাসক দলের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে নাকি এখন জোর তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। এক-একটি কেন্দ্রে নাকি দাবিদার অনেক। ২০১৮ নির্বাচনে যারা টিকিট পাননি তারা যেমন দাবিদার তেমনি নাকি সেই সময় ভোটে হেরে যাওয়া ২-৩ জন উপ-নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান। আর এই প্রার্থী হওয়ার বাসনায় অনেক নেতা নাকি অভিমান ভুলে এখন দল এবং মুখ্যমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন। তবে ঘটনা হচ্ছে, শাসক দল বা দিল্লি ২০২৩ বিধানসভা ভোটের আগে এরা জ্যে উপ-নির্বাচনের জন্য কতটা রাজি হবে? ১০ মার্চ ৫ রাজ্যের বিধানসভা ভোটের ফলাফল না দেখে ত্রিপুরায় উপ-নির্বাচন নিয়ে দিল্লি কোন নির্দেশ দিচ্ছে না বলেই খবর। পাশাপাশি উপ-নির্বাচনে যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। প্রথমতঃ প্রার্থী বাছাই, দ্বিতীয়তঃ ভোটে জেতা-হার। দিল্লির যা খবর তাতে ত্রিপুরা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখনই কিছু ভাবতে নারাজ। পাঁচ রাজ্যের ভোটের মুখে যেভাবে বিজেপি-র দুই বিধায়ক কংগ্রেসের হাত ধরলো তাতে দিল্লি নাকি ত্রিপুরাকে নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। দিল্লিতে নাকি ত্রিপুরা নিয়ে ১০ মার্চের পর আলোচনা হতে পারে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরায় শাসক দলের সংগঠনেও পরিবর্তন আসতে পারে। ২০২৩ বিধানসভা ভোটের আগে উপ-নির্বাচন নিয়ে দিল্লির যা কিছু ভাবনা চিন্তা নাকি হবে ১০ মার্চের পর। ততদিন ত্রিপুরা নিয়ে দিল্লি চুপ থাকবে বলেই খবর।

## বধূর রহস্য মৃত্যু খুনের অভিযোগ

• **আঠের পাতার পর** - সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে যান। সেখানে গিয়েই বোনকে মৃত অবস্থায় জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখেন। ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকাবাসী ছুটে আসে। খোয়াই থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাগোস্তাগরে পাঠাণ্ডা। এদিকে ভাবানির ভাগ্যের সম্বন্ধে তার বোনকে মৃত করেজে দীপু তাঁতি। কারণ, সে তার স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। সেই কারণেই স্ত্রীকে মৃত করেজে বেলে তালগের অভিযোগ। এখন পুলিশ অসম্ভাবিক মৃত্যুর মারমা নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে। খুন্যনদন্তের রিপোর্ট হাতে আসলেই ভাবানির স্বভাব আলস কাগর হয়ে আসতে পড়ত।

## আমির পরিবার

● আটের পাতার পর - সুশান্ত  
গুরুংয়ের স্ত্রী এক মহিলাকে  
বিয়েবাড়িতে কাজের জন্য ঠিক  
করে দিয়েছিলেন। এই নিয়েই ওই  
মহিলার সঙ্গে তাদের কথা কাটাকাটি  
হয়। পরিচারিকা-মহিলা স্থানীয়  
ক্লাবে বিচার দেন। ক্লাবের সদস্যরা  
বিচার করতে সুশান্ত ওঙ্করের ঘরেও  
গিয়েছিল। এই ঘটনার জেরেই  
তাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে  
বলে মনে করছেন সুশান্তের স্ত্রী।

## ডেভোজনা

দিতো চারো পাঁচ পুর বুঝিয়ে  
 লোকজন এসে তাতে বাধা দেন।  
 তাদের বজ্বা, আদালতের রায়ের  
 কপি তারা হাতে পাননি। এমনকি  
 তারা পুলিশকে বলে কিছুটা  
 দাবি করেন। যেহেতু আদালতের  
 রায় অপর দেবদার্মার পক্ষে গেছে,  
 তাই অপর পক্ষকে সময় দেওয়া  
 অবশ্যই পুলিশের কাজ নেই। এ  
 নিয়েই কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়।  
 শেষ পর্যন্ত বিশাল টিএসসি  
 বাহিনীকে সাথে নিয়ে সেই  
 বিতর্কিত জমি মাপাধোক করে সুরত  
 দেবদার্মার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।  
 দীর্ঘ ৯ বছর পর আদালতের রায়  
 পিতৃপুত্রস্বর্গে ফিরে পান তিনি।

## অকাল প্রয়াণ

প্রথম প্রাচ্য পুর দেবের  
বিভিন্ন প্রত্নপ্রিয় রম্যচিত্র শোভে  
অংশগ্রহণ করার মত করে তৈরি  
করেছিলেন। গত বৎসর কয়েকদিন  
ধরেই অসুস্থ ছিলেন মধুঘোষাদেবী  
উপাধী কিসের জন্য অসুস্থ  
সম্প্রতি হাঁপানিয়াস্থিত টিএসসি-তে  
ভর্তি করানো হয়েছিল। জানা যায়  
শরীরে পটিসিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়  
এবার এবং দুর্ভাগ্যবশত বেড়ে উক্ত  
হাসপাতালের শৌচালয়ে পড়ে যান।  
এতদ শরীরি পটিসিও বেড়ে  
গতকাল টিএসসি-তে অসিইউ  
না পাওয়ায় উনাকে সারারাত ঘোঁড়ের  
নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার  
সকালে উনাকে শহুরে একটা  
সেবকরগার হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া  
হয়। ভাঙ্গুরা চেষ্টা করলেও শেষ  
রকম হয়নি। বৃহস্পতিবার রাতেই  
তিনি শহনি শিশু নিশাস তাগ করে  
গুণ্ডার সকালে প্রয়াণে মৃত্যুবরণ  
হাসপাতাল থেকে প্রথমে উনার  
বজ্রজাঙ্ঘ্রিবাধি এবং পরে শহুরে  
রামেশ্বরস্থিত বার্বিধি ভবন প্রাঙ্গণে  
সকালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে  
শিল্পী শেখ উদার গুণগ্রহীরা শেষ শ্রদ্ধা  
জানানোর সুযোগ পাবেন। পরে  
সেখানে থেকে শহদেহ নিয়ে যাওয়া  
হবে বটলো শশানে।

# ଅଂଗଠନ

সাতের পাতার পর গিয়ে মানিক  
সাহা-দের কাছে একটাই বস্তুবা  
খাবো তারা কবে যারোয়া ক্রিকেটের  
চালু করবেন। তবে যতকু মনে  
হচ্ছে, টিসিএ-তে হুকু মনে  
কিছুদিনের মধ্যেই ডেপুটেশন দেবে  
খেলোয়াড়দের একটি সংগঠন  
তারা যারোয়া ক্রিকেট চালু করা  
বেশ কিছু ইস্যুতে টিসিএ-তে যাবে  
রাজী নারীততে যে পরিস্থিতি  
তৈরি হয়েছে তার সাথে টিসিএ-ও  
যে জড়িয়ে যেতে পারে তার  
একটা আগাম আভাস পাওয়া যাচ্ছে

আবুল ফাতেমা, সীমান্তের কীটাতারের আরও বিনোদন, আমাদেওকে কীটাতারের মাধ্যমে বিভক্ত করলেও আমাদেও সাংস্কৃতিক বান্ধন (কোনাদিনই ছিল হয়নি। দু'দেশের একই ধারার সাংস্কৃতিক বন্ধন ভারত-বাংলাদেশের মাঝে প্রধান সেতুবন্ধন রমণা করে চলেছে সুদীর্ঘ বছর ধরে। ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের মাঝেও সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রিপুরা রাজ্যের সাংস্কৃতিক দলগুলো

# বঙ্গে কলঙ্ক

কখনোই পাশ্চাত্য না। কারণ একই প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা একটি বা কয়েকটি জাতির সংস্কৃতি, রীতিনীতি গড়ে ওঠে শ' শ' বর্ষ ধরে। তার মধ্যে সামুদ্রিকও থাকে প্রচুর। তাই ভৌগোলিকভাবে কোনও রাষ্ট্রের সীমানা নুনবাতবে গঠিত হলেও সংস্কৃতির বদল হয় না কখনোই। তান্দীর মতেই প্রবাসমান থাকে অনন্তকাল ধরে। বাংলাদেশেও ভারতের ক্ষেত্রেও সেই এই কথা প্রযোজ্য। ত্রিপুরা-বাংলাদেশের শিশু-সংস্কৃতিতেও রয়েছে নানাবিধ মিশ্রণ। 'এই মিল চলে আমাদের রক্ত রঙ'।

সমগ্র শিক্ষায় বেসামান্য দফতর

অপরের থেকে নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা। বাড়তি কারগারে আমাদের সম্পর্ককে ছাড়ি ভিত্তি দিতে এবং আমাদের প্রিয়রা সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করার জন্য প্রিয়রা সরকারের তথা ও সন্তুষ্টি দফতরের সম্মুখী হিসেবে তিনি প্রয়োজনীয়

● প্রথম পাতার পর রাজ্যের এই রাজ্য এসএসএ শিক্ষকরা হই। সুতরা শিক্ষকদের কাছে নির্দিষ্ট ফরমেট পূর্ণ করার জন্য ফরমেটো না বিশোধ ও উঠে প্রশ্ন। এই শিক্ষকদের বিভাজ্য করার কৌশল কর্তব্য প্রচারাণা জাল বিচ্ছেদে তা না দেয় সেই আবেদন তারা।

# প্যাথলাজ

প্রথম পাতার পর বন্ধ ঘোষণা করেছেন আরো কয়েকজন সাহিত্যিক। ক্ষতি করেছে যে, ধারাবাহিক বা দফতর বা সরকারের মানবিক মুখ এ বার “অত্যন্ত প্রজেক্টড” মন্ব উচ্চারণ করেছেন।

## অমরপত্র

● প্রথম পাতার পর বৃহস্পতিবার সকাল দশটা নাগাদ হঠাৎ করে গোটো শব্দেই হরিনাম সংকীর্তন শুরু হয়। প্রথমে সাধারণ মানুষ মনে করতেন, অমরপত্র বাজারে বোকা হরিনাম সংকীর্তনের আসর বাসেবে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা চমকে উঠেন এ ভেবে যে বাজারে কোনও হরিনাম সংকীর্তনের আসর নেই। পাশ্চাত্য কোনও বাজারেও কীর্তনের আসর কিংবা ফৈষেব সেবা শুরু হয়েছে যে তারা জানেন না। একটু পরেই বোকা যায়, নগর পঞ্চায়েতের লাগোয়া মাইক থেকে কীর্তন শুরু হয়েছে।

সিদ্ধান্ত এবং নোটিশ জারি হলেও, সেই সিদ্ধান্তগুলো বিপরীতও জলে। প্রধানতম প্রশ্ন, সঠিক তদন্ত হলে ৭১ সংখ্যাটি আসলে রাজ্যভূদে কত হবে? কিন্তু হঠাৎ করে নগর পঞ্চায়েতের মাইকে কীর্তন বাজানো শুরু হলো কেন? আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজনেরা ছুটে এসেছেন কারে

## পঞ্চায়েত

প্রথম পাতার পর মহিলা  
প্রতিনিধির স্বামী ইউনুস মিঞা  
সম্পত্তি অভিযোগ করে বলেছেন,  
পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী খুরশেদ  
আলম নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন।  
কিন্তু তারা স্ত্রী এলাকার গ্রামপ্রধান  
এই পরিচয় নিয়ে স্বামী নিজেরই  
এলাকার মানুষের কাছ থেকে ২  
হাজার, ৫ হাজার, ১০ হাজার টাকা  
তুলোজালি শুরু করেছেন। কারণ,  
তিনি নাকি তারদেশে ঘর পায়ে  
দেবেন। টাকার বিনিময়ে ঘর তিনি  
দিচ্ছেনও। যারা হতদরিদ্র তারা  
হতদরিদ্রই হয়ে যাচ্ছেন। আর যাদের  
হতদরিদ্র হয়ে থাকে কোন দরকার নেই,  
তারা আরেকটি ঘর পাচ্ছেন।  
বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েতের অন্যান্য  
সদস্যরা ইতোমধ্যেই প্রধানের দৃষ্টি  
আকর্ষণ কামলে তিনি একবারেই  
চুপ। অনেক গীড়াপীড়িতে তিনি  
জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচিত  
গ্রামপ্রধান হলেও দলের তরফে  
দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রামপ্রধান হলে তার  
স্বামী ফলে স্বামীর উপর তিনি  
কোনও কথা বলতে চান না।  
এ বিষয়টি সম্পর্কে অভিযোগ  
করেছেন আরেক পঞ্চায়েত সদস্য  
স্বামী ইউনুস মিঞা। তার বক্তব্য,  
এলাকার গরিব মানুষদেরকে বঞ্চিত  
করে যেভাবে নী পরিবারে ঘর  
বাড়িতে হচ্ছে বিশেষ করে যাদের  
দেউতায় আশা থেকেই ঘর রয়েছে।  
টাকার বিনিময়ে তাদেরকেই ঘর  
পায়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করেছেন  
তিনি। কিন্তু দলের তরফে বিষয়টি  
নিষেধ নীরপ থাকায় তিনি ক্ষোভও  
প্রকাশ করেছেন।

● প্রথম পাজার পর জানিয়ে  
দেন যে বেনু আগেই মা  
গেছেন। রাজগণের বিশ্বাস  
সময় দাস দক্ষিণ জেলার পলি  
সুপারকে ঘটনা জানিয়েছে  
তবে পুলিশ এখনও কাউ  
গ্রেফতার করেনি, গ্রেফতার করা  
জন্ম দৌড়বাণী শুধু করলনি।  
সময় পর ঘটনাখুলে উঠছিল  
জানিয়েছে। দিন কয়েক আ  
বেনু'র বড়াই ভানু বিশ্বাসকে  
মারধর করেছিল তারাই। যারা এ  
খনে অভিযুক্ত তারা ভানুকে

**বলকে কলঙ্ক**

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনি এজেন্ট শেখ মুফিজানের বিরুদ্ধে দায়ের হেল ধর্যগের মামলা। মুফিজান-সহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে সিবিআই। যদিও এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে অভিযোগ তুলেছেন মুফিজান। তিনি বলেন, 'নির্বিআই একটি মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারি সিবিআইর খবরে ধর্যগের মামলা করা হয়েছে। প্রায় ১০ মাস আগে বিধানসভা ভাঙের পরামর্শের একটি সাজানো ঘটনার আদালত জড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে।

মারধর করেছিল বলে অভিযোগ অপরধ কমে যাবার নিয়ম লম্বা-চওড়া ভাষণের শেষে নির্বাহীকে প্রতিদিনই অস্বাভাবিক মতুর ঘটনা আছে। রাস্তায় লা পাওয়া যাচ্ছে। রাজসনগ পঞ্চায়েত সমিতির বিজেপি সদস্য জয়দেব সরকার ও বিজেপি নেতা মানিক সরকার-সহ অতৃত আর পাঁচজন সন্দ্ব্যাক মারধর বাজায় বেনু বিম্বাণের প্রচল মাপুর চলে লাথি, ঘৃণি মারা হয়, সাথে চলে লাভা বড় দিতে য়ে পোঁতােন অভিযোগ। বেনু নিস্তেজ হয়ে পড়ে গেলে দৃষ্টান্তিকারীরা ভাঙা ফেরে রেখে চলে যান। তার পরবর্ত্তে

প্রথম পাতার পর রাজ্যের এসএসএ শিক্ষকেরা মধ্যে দেখা দেয় তিনে। এসএসএ শিক্ষকরা কর্নরত রয়েছে অথচ কখনো তাদের সাহায্যই। সুতরাং শিক্ষকেরা কাছে এই সংকেত কোনও কাজে থাকার পরে। নির্দিষ্ট ফরমেটে পূর্ণ করে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেও তিনি কোনও ফরমেটে তা নিয়েও উঠে পড়েন। এই নির্দেশনাও এসএসএ শিক্ষক সগঠনে শিক্ষকেরা বিভ্রান্ত করার কৌশল বলেই মনে করছে। তাদের মধ্যে শিক্ষক প্রভাণ্ডা জাল বিছাচ্ছে তা পরিস্কার না হওয়া অবধি কোনও শয়ে না দেয়ে দেই আদেশ রাখে। এদিকে এই অদ্ভুত নির্দেশজারির কারণ প্রতিবাদী কলম'র পক্ষ থেকে ফোন করা হলে তিনি স্পষ্ট করে কিছুই বলেনা। জেলা শিক্ষা আধিকারিকের মৌখিক নির্দেশে তিনি এই নির্দেশনা। দফতরদের সাথে কথা বলে তিনি এই বিষয়ে বিশদ জানাবেন বলে জানান। রাজ্যের প্রায় পাঁচ হাজার এসএসএ শিক্ষকের একটাই জিজ্ঞাসা আর তা দফতর করেছে, যারা বাবাকি বঞ্চনার পরণও তাদের সাথে এই জাতীয় ব্যবস্থা বা সরঞ্জামের মানবিক মুখ এতটা অমানবিক কিছা-বো-ব সাব্যস্তের বার 'অত্যন্ত পরজটিল' মন্তব্য উচ্চারণ করা মন্ত্রীর পজিটিটিবিটি (মন্ত্রীর ভাষা

প্রথম পাতার পর্বে বৃষ্ণপতিভার  
গোলা দশটা নাগাদ হঠাৎ করেই  
সকাল শরৎের হরিনাম সংকীর্তন শুরু  
হয়। প্রথমে সাধারণ মানুষ মনে  
করেনহে, অমূল্যপূর্ব বাজারে বোধ হয়  
হরিনাম সংকীর্তনের আসরে আসবে।  
কিন্তু ব্যসানীরা চমকে উঠেন এই  
ভেবে যে বাজারে কোনও হরিনাম  
সংকীর্তনের আসর নেই। পার্শ্ববর্তী  
কোনও বাজারেও কীর্তনের আসর  
কিছুক্ষণ বৈশ্য সেবা শুরু হয়েছে বলে  
তারা জানেন না। একটু পরেই বোঝা  
যায়, নগর পঞ্চায়েতের লগানে  
মাইক থেকে কীর্তন শুরু হয়েছে।  
কিন্তু হঠাৎ করে নগর পঞ্চায়েতের  
মাইকে কীর্তন বাজানো শুরু হলো  
কেন? আশেপাশের বাড়ি থেকে  
কোকজনরা ছুট লোকসনে কারোর  
মৃত্যু হলো কিম্বা চাটাই করে দেখতে।  
কারণ, কোনও কারণ ছাড়া খবর  
হঠাৎ করেই রাস্তা দিয়ে হরিনাম  
সংকীর্তন বাজতে থাকে তখন  
সাধারণত বোঝা যায়, কোনও

লোকজন তাকে নিহাননগর হাসপাতালে নিয়ে গেলো বলে দেওয়া হয়ে যে তিনি আগেই মরে গেছেন। সেখানেই মর্গে তার দেহ রাখা আছে এখন। সিপিআই(এম) জনীদের থেফতারের দাবি জানিয়েছে, এলাকা বিধায়ক মুন্সি দাস দক্ষিণ জেলার পুলিশ সুপার ও বিলোনিয়া মহকুমা আধিকারিককে এই ঘটনা জানিয়েছেন। জবাবে ও মানিক বিজেপি সরকারে আসার পর থেকেই রাজনগরে অরাজকতা কয়েম করছেন। অনেকেই তাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। শাসক দলের হওয়ায় পুলিশ তাদের সেলাম ঠুঁকে চলে। বিরোধী সিপিআই(এম) স্বস্ত্রাসের অভিযোগ করছে বখনি ধরেই, বিজেপি ভোটে জিতেই স্বস্ত্রাস কয়েম করছে, শপথ নেওয়ার আগেই হাজার হাজার বামকর্মী ঘরছাড়া হয়েছে, অসংখ্য বাড়ি, পাঁচি অফিস আগুনে পুড়েছে। অনেক অফিস এখনও তারা খুলতে পারছেন না। পুলিশকে জানিয়ে কোনও লাভ হয় না। উল্লেখ্য, বিরোধী দলনেতা, বিরোধী উপদলনেতা আক্রান্ত হয়েছেন। বিধায়ক সুধন দাসও রক্তাক্ত হয়েছেন। পুলিশ তাদেরই কোনও নিরাপত্তা দেয়নি। শুধু বিরোধী দলনেতারা ইনন, শাসক জোটের এক মন্ত্রীও তার নিজের অসহযোগ গায় আক্রান্ত হয়েছেন। কমলপুর মহকুমা সিপিআই(এম)-র প্রবীণ এক নেতাকে রাস্তায় ফেলে লাঠিপেটা করা হয়েছে, সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা ই নেয়নি। পিয়ার বাড়ি থানার অফিসার-ইন-চার্জ রাজনগরের ঘটনা সম্বন্ধে বলেছেন, তারা রাাত আটটার ঘটনাস্থলে পৌঁছান। রাস্তায় নেনু বিশ্বাসকে পড়ে থাকতে দেখেন। পুলিশ একটি আনান্যচারণা 'ডেথ'র মামলা নিয়েছে।

## মণ্ডল সভাপতি

- প্রথম পাজার পর সভাপতি কোনজসেবীর তকমা নিয়ে সমাজভাবেই সরকারি বিদ্যালয় উদ্বোধন করতে পারেন না। কিন্তু তাই হয়েছে যতনবাড়িতে। মণ্ডল সভাপতি আবার ফেসফেস

# মণ্ডল সভাপতি

প্রথম পাতার পর সভাপাত  
সমাজসেবীর সকাল  
মোহনভাবের তরকারি বিদ্যালয়ের  
উদ্বোধন করতে পারেন না। কিন্তু  
তাই হয়েছে তখনাড়াতে। মল্লিক  
সভাপতি আবার ফেসবুকে  
পোস্ট করে বলেছেন, দীর্ঘ ১৫  
বছর সিপিএম থাকাকালীন সময়ে  
যা করা যায়নি বিজেপি সরকার  
চার বছরের মধ্যেই তা করেছে  
দেখিয়েছে। সমস্ত বিদ্যালয়ের  
পরিকাঠামোর উন্নতি হয়েছে  
সমগ্র শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি সাধন  
হয়েছে। প্রধান শিক্ষককে নিয়ে  
সম্প্রবাবু নিজেকে বিদ্যালয়ের  
উদ্বোধন করছেন সেই কথা উল্লেখ  
করছেন। মল্লিক সভাপতি এখানে  
স্পষ্টভাবে দেখে হতচাকিত হয়েছে  
পড়ছেন হুকুমাবার মানুষের।

# হাইকোট

● **হুয়ের পাতার পর** আর এক দল গোয়েস্তা সার্ফ পরে আসবে। এভাবে স্কুল-কলেজ শুরু করা যায় না। বৃহদার, উদ্ভূর্ণ মুসলিম ছাত্রীদের আবেদন শোনার পর বিচারপতি কুইনস্‌ এসে দাঁষ্টবল রাখেন। এই ইস্যু সার্বৈধানিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে যা মৌলিক গুরুত্বের। এদিকে হিজাব মামলা সুপ্রিম কোর্টে ট্রান্সফার করার আবেদন খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আগে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত নিন। প্রসঙ্গত, হিজাব এবং তার পালটা রেখে সার্ফ বিতর্কে জেরবার কারণটি বন্ধ রাখা হওয়া উচিত। কর্তৃত্বের বিজেপি সরকার হিজাব পরে ক্লসে ঢোকান বিরুদ্ধেই মত দিয়েছে। তাতে বিতর্কের আশঙ্কা আরও বেড়েছে।

# ভ্যাকসিন চুর

প্রথম পাতার পর দেখাতো  
পাঠেননি। পর্বতী সময়ে অজয়বাবু  
ডা. সহেলি দেবনাথের সঙ্গে দেখা  
করেন। যেদিন দেখা, মেমনি  
কাজ! অভিযোগ, সইলেন দেবী-  
অজয়বাবুর বৃষ্টিয়ে বলে দিলেন,  
কিভাবে বিনে পয়সায় রায়সি টিকা  
নেওয়া যায়? দেখে পারো। সেই  
মতোকে অজয়বাবু অন্য আরেক  
ব্যক্তির নামে একটি বিপিলএ কাজ  
জমা করেন। ওই ব্যক্তি বহিরাংজে  
বসেন, সুতরাং সই শকেল করে  
বসিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত নজর  
নিজেই দু'দু' রাবেনিনি  
অজয়বাবুর। রেজিস্টারে বিপিলএ  
অজয়বাবু নাম ও বেশন কার্ডের  
নম্বরের পাশে সই করেন ডা.  
দেবনাথ নিজেও। যার নাম টিকা  
নিয়চ্ছেন অজয়বাবু তিনি একজন  
বিপিলগার, নাম চম্ভাবাবু বসাক  
এবং কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন  
অজয়বাবুর স্ত্রী সুনীতাদেবী। পোস্ট  
গাজেটের শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত।  
তারপরে সামান্য কিছু পুয়া  
বীচানো দাপেট অজয়বাবু নিজে  
কর্মতার লাল্টে দেখিয়ে পার্শ্ববর্তী  
চম্ভাবাবু বেশনকার্ট এনে নলস সই  
করে নিজে রায়সি টিকা নেওয়ার  
ব্যয়ছন্দ করছেন। আর এতে দু'জন  
হায়েছন্দ ডা. সহেলি দেবনাথ  
নিজেও। অজয়বাবু বিরোধী দলের  
যুগ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক  
করনায় কর্মরত চম্ভাবাবু টিকা  
নেবার করে কিভাবে রায়সি টিকা  
নিয় নিলেন অজয়বাবু তা নিয়ে  
সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলেই প্রশ্ন উঠছে।  
মূল প্রশ্ন, এতটা নিয়ন্ত্রণ  
করলে একজন রাজনৈতিক  
থেকে নিজের স্ত্রী সরকারের কাছ  
নেতে প্রতিমায়ে মাটা অংকর  
মাইনে নিচ্ছেন। তারপরেও এত  
কুপণতা? বহিরাংজে কর্মরত এক  
বিপিলএ কার্ডারসই সই নলস করে  
বেড়ালে কার্ডারসই সই নলস করে  
বীচাতো হয়? হায়-রে অজয়!

## ভূগমূলই শাসকের জিয়নকাঠি

প্রধান পাতার পর ট্যাগে হিসেবেই অ-কমিউনালি ভোটকে দৃষ্টান্ত করছেন তারা। আর এটা শুরু হয়েছে গত দুদিনে আওয় থেকে। যেদিন বিজেপি বিধায়ক পদে ইস্তফা দিয়ে সুপ্রীন্ড হার্মণ, আশিস কুমার সাহা। কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন, সেদিন থেকেই নতুন অপারেশন শুরু করে দিলেছে স্বর্গ পাত, তাদের লক্ষ্য অবিজিপি ভোট। আলাদা আলাদাভাবে ভাগ হয়ে যাক। সিপিআইএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল শিবিরে। ফলে বিজেপি বিরোধী ভোট সংখ্যা যখন হ্রাস হলেও ভাগাভাগির কারণে সাফল্যের মুখ দেখতে পাবে না। এই সুযোগে সামনে রেখেই শাসক শিবির নয়া গৃহকলণ নিয়ে এগিয়েতে শুরু করেছে বলে খবর, যি হচ্ছে এবার তেমন তৃণমূলের প্রতি নমন মানোভাব পোষ্য করবে শাসক শিবির। যাক বর্কিন আনিয়ে অগরলরায় কর্মসূচি কেটে গিয়ে তৃণমূলকে নাকানি-চুবানি খেতে হয়েছিলো। একেবারে শহর উপকন্ঠ আমতলিতে ভাঙচুর হয়েছিলে। সাসন্দ সুস্থিতা দেবর গাড়ি। আক্রমণ হয়েছিলে সুস্থিতাদেবরির সহযোগী কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। আনাবাসা আক্রান্ত হয়েছিলে দোবর গাড়ি। আক্রমণ হয়েই সুপ্রী পদা শহ অন্যান্য যুব বহনায়নর নেতারা। মিলনচক্র এলাকায়নো বাড়িতেই আক্রান্ত হয়েছিলে এবং পদা মৃত্যুরওগ করনেন তৃণমূলর ইলান মজদুররা। খোদ অভিনেত্রী বন্দোপাধ্যায়ের গাড়িই আক্রান্ত হয় মাতাবাড়ি ওয়ারার পথে। আইপ্যাক'র মতো একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে দলকে প্রাশনিক নগরবর্কিতে থাকতে হয়। তৃণমূলর প্রতি খবন এমন মানোভাব ছিলো শাসক দলের এবং তৃণমূলর বিরুদ্ধে বাবুভার হয়েছিলে প্রশাসন বড়, তখন হঠাৎ করেই তৃণমূলর প্রতি শাসকের সদয় নায়ন। জন্ম দিয়েছে। রাজ্যের ১৮টি ব্লকে ময় কোথাও মিল্লি, কোথাও ডেপুটেশন, কোথাও সভা করে তৃণমূল নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়েছে যতটা এর চেয়ে ঢের বেশি বিজেপি বুঝিয়েছে এগিয়ে যাক তৃণমূল, বুদ্ধি করলে তো বোঝা। তাদের প্রতি সমনুভূতি দেখাবে শাসকরা। এর মূল কারণ, সেই সিপিআইএম'র ফল্লা। অর্থাৎ আর্টি ইনকমসেকের প্রতিক্রিা করে শাসকরা বিজেপিরি ভোটেই ভাগ করে দেওয়া। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজে সমনু নিয়ে যত বয়ে উঠবে শাসকের গতি ততটাই নিশ্চিত হয়ে যাবে। সেই নয়ন মানোভাবের কারণে তৃণমূল রাজ্যের সবকটি ব্লকে মিটিং, সভা কিংবা প্রতিনিখিমূলক ডেপুটেশন দিতে পেরেছে একেবারে নির্বিবাদেই। এ জনকেনওগকর্ম স্বহস্তি ছিলো না, হাকি হাকি ছিলো না, মারপিট ছিলো না বরং ছিলো শীল নায়তা। সুপ্রী পদা বর্কণ, আশিস কুমার সাহা'রা কংগ্রেসে যোগ দিয়েই এবার কুঞ্চগণর থেকে তৃণমূলর বেলুনো হারওয়া আসতে শুরু করেছে। কারণ, বিজেপির মারপিটের কারণে কিংবা ধারাবিপরিত কারণে তৃণমূল কর্মীরা যত কৈনভাবাবে কংগ্রেসে দিকে ধাবিত হতে না পারে এবং অবশ্যই কংগ্রেস শক্তিশালী হয়ে উঠতে না পারে সে জনাই এমন উদোগ বলে খবর হয়েছে। যি কারণে, মিলনচক্র কিংবা আমতলিতে সাংগঠনিক কর্মসূচি চালাতে গিয়ে যে দলকে অক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে সেই দলকে বড় চিঠিয়ে ধর্মণগণের কালছড়া কিংবা সাক্ষরকে কলাছড়া অবশ্যই ডেপুটেশন দিতে পেরেছে। যি কারণে, মিল্লি করতে পেরেছে— এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আনিত হলে পারে। তৃণমূল ভাবছে তাদের সাংগঠনিক শক্তির কাছে মাতা নত করেছে বিজেপি। আর বিজেপি ভাবছে যত বাড়তে চায় বাডুক তৃণমূল, তৃণমূল যত বাড়তে চায় বাডুক বিজেপি।

ওড়িশার বিজেপি বিরোধী সংগঠনের ভোট তত ক্ষমবে। এতে জয়ের সম্ভাবনা বাড়বে বিজেপির। আপাতত বিজেপি বিরোধী ভোটের ভাগ করে শাসকের জয় ধরে রাখতে চায় বিজেপি যি কারণে ত্রিপুরার পুনরুদ্ধানেই তৃণমূল তৃণমূল এমন সুদূর্গ এসেছে রাখে। একেবারে সেই পুরোনো ফল্লা প্রয়োগ। পার্থক্য শুধু এখানেই, আগে শাসকের চেয়ারের র ছিলো লাল এখন গেরুয়া। সেই ক্ষিত্র রঙের গেছে একই। চলছে সফল প্রয়োগও।



# সৌজন্যসাক্ষাতে এপার-ওপার ক্রীড়ায় বন্ধন চাইলেন সুশান্ত

তাইবাদী কলম প্রতিনিধি,  
আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।  
বাংলাদেশের সোচ্ছত্র প্রণীতির নিউজ  
যোগাযোগে নতুন বিষয় সংযোজন  
করেনে রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী  
সুশান্ত কৌশিকী। ক্রীড়া এবং বেসরকারি  
সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের  
সাথে প্রণীতার বন্ধন আরও মজবুত  
হবে বলে মন্ত্রী মনে করেন।  
প্রদত্ত, আগরতলায় বাংলাদেশের  
হাইকমিশনের নবনিযুক্ত সহকারী  
হাই কমিশনার আরিফ মোহাম্মদ  
ও প্রথম সচিব মা. এস.এম.  
আসাদুজ্জামান বৃহস্পতিবার  
মহাকরণে প্রণীতা সরকারের তথ্য  
ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত  
চৌধুরী সচিবালয়ের অফিস কক্ষে  
তার সাথে সৌজন্যমূলক  
সাক্ষাৎকারে মিলিত হন এবং  
আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি আগরতলায়  
অনুষ্ঠিত হবে 'দ্বিতীয় বাংলাদেশ  
চলচ্চিত্র উৎসব'।  
আগরতলা-২০২২'-এ বিশেষ  
অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার  
জন্য আমন্ত্রণপত্র তথ্য ও সংস্কৃতি  
দপ্তরের মন্ত্রীর হাতে তোলে দেন।  
প্রণীতা-বাংলাদেশের মধ্যে আরও  
সম্পর্ক সম্পর্ক তৈরিতে উভয়ের  
সুযোগ সমবেদকে চেষ্টা করবেন এই  
ছিলো আজকে উভয়ের মধ্যে  
আয়োচনার মূল বিষয়বস্তু। মন্ত্রী  
সুশান্ত চৌধুরী বাংলাদেশের  
সংস্কৃতি হাই কমিশনার আরিফ  
মোহাম্মদ উভয়েই নিজ নিজ  
অবস্থান থেকে প্রণীতা  
বাংলাদেশের মধ্যে আরো ভালো  
সম্পর্ক গড়ে তুলে প্রয়োজনীয় ভূমিকা



নেত্রনে এবং উত্তরবঙ্গের জনগণের কল্যাণে ব্রীড়া-সংগঠিত সহযোগিতামূলক এবং বহুমাত্রিক-যোগাযোগ ও বহুমাত্রিক-সংগঠিত সহযোগিতা আরও সুস্পষ্টায়িত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে একে অপরের আশ্বাস প্রদান করুন। আলোচনা চলাকালীন মন্ত্রী শুনানি চৌধুরী বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার আরিফ মোহাম্মদের বলে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্কের চেয়েও জনগণের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কটিকে অনেক মজবুত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। দুই দেশের সাংস্কৃতিক জগতের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। এই কারণেই আবহমানকাল থেকে উভয় দেশে সাংস্কৃতিক দিক থেকে উন্নয়ন ঘটিছে এবং সম্পর্কটি সাংস্কৃতিক দিক

হেঁকে দুই দেশের মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক দল যেমন ভারতে তাদের কার্যক্রম প্রদর্শন করে, তেমনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক একে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে দুই দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের একটি শক্তিশালী সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে। নিজেদের প্রতীকী দেশের সঙ্গে সম্পর্কে একটা সহজাতীয়তা মূলক মনোভাব থাকলে প্রতিবেশী উভয় দেশেরই উন্নয়ন করা যাবে সফল। যেকোনো সমস্যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার পাশাপাশিই উন্নয়নমূলক বিষয়ে এক সঙ্গে কাজ করা যায়। আমাদের সব সময় চিন্তা করতে হবে জনগণের কথা। শুধু আমাদের দেশের জনগণ নয়, প্রতিবেশী

পেতে পারে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই উজনির  
আমাদের দেশের জনপ্রিয়  
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি ও  
আমাদের বিপ্লবী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী  
সুবর্ণ কুমার দেব আত্মকিতাবো  
বিশ্বনয়ই কাজ করে চলেছেন।  
বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে  
হিপাশ্চিক সম্পর্ক জোরদারের  
পাশাপাশি উভয় দেশের জনগণের  
আকাঙ্ক্ষা অর্জন প্রতি ঝুঁকিয়েছে।  
করছেন মন্ত্রী শূনাশ চট্টোপাধ্যায়।  
আরও বলেন, ভারত বাংলাদেশ  
উভয় দেশ মানুষের স্বপ্নের  
মাতেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে  
যাচ্ছে। আমাদের সম্পর্কে স্থায়ী  
ও ভিত্তি দিতে সাংস্কৃতিক ও  
ক্রীড়া ক্ষেত্রে বন্ধন দুটি করা  
আমাদের প্রধান লক্ষ্য হবে।

শূনাশ  
এবার লাইফের পাঠ্যদ্রষ্টব্য

বন্ধুর ছুরিতে  
গুরুতর যুবক

হেতিবাদী কন্য প্রতিনিধিত্ব  
 মেলাযের, ১১ ফেব্রুয়ারী। বন্ধুর  
 পোষেছে হিঁচি ঢালালে ন্দু! অতঃপর  
 আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে  
 আইসিউতে ভর্তি আছেন।  
 পরিবারের বক্তব্য, অবস্থা  
 প্রশংসাজনক। থানায় অভিযোগ  
 জানানো হয়েছে। মেলাযেরের  
 শ্বশুরানের পাশে লস্কর পাড়ায়  
 শ্রমিক মথরাতে এঁই ঘটনা হয়েছে।  
 মেলাযেরের পুত্র এলাকার সাত নম্বর  
 ওয়ার্ডের বারি মিঞাকে বিব্রণ  
 যোগে নামে তারি ন্দু পেটে হিঁচি  
 চালিয়েছে বলে অভিযোগ।  
 তাদেরই আর দুই ন্দু সপ্তম লস্কর  
 ওয়াড় তাপস যোগে খলিলকে  
 মেলাযের হাসপাতালে নিয়ে  
 আসেন, সেখান থেকে আগরতলায়  
 পাঠিয়ে দেওয়া হয়। খলিলেরই  
 পুত্র মিঞা'র অভিযোগ, বইবই  
 ও খলিল এলাকাতেই সব সময়ে



চাফেরা করতেন, বিপ্লবকে কেউ  
এক কাজ করতে বলবে বলে তার  
সন্দেহ, তা হলে বিপ্লব এমন  
করতেন না। বুধবার রাত  
খলিলকে ডেকে নিয়ে যান বুদ্ধরা।  
এর এলাকার এক বাড়িতে তারা  
যান। সেখানে নেশা-ভাঙা হলে  
মিঠুনের বন্ধবা। তারপরেই কোনও  
একসময় খলিল আক্রান্ত হন।  
বিপ্লব ও খলিল কথা কাটাকাটি  
জড়িয়ে পড়ছিলেন বলে শোনা  
গেছে। মেলাবার থানায় খলিলের  
পরিবার লিখিত অভিযোগ  
জানিয়েছে। মদনবার রাতে  
মেলাঘরের পোয়াংবাড়িতে হু  
শ্চর্যবোধে গিয়ে য়ুন হয়েছিল  
এক যুবক। কয়েকজন মিলে তাকে  
যুন করেছিল। প্রতিদিনই য়ুন  
খাবারি লেগেই আছে এই রাজ্যে।  
বিলোলিয়ার বাটনের এক  
যুবককে রাস্তায় পিঠিয়ে মেরে ফেলা  
হয়েছে হুশ্চর্যপূর্ণতার সন্ধ্যায়।

# ২৭ দিন পর উদ্ধার নাবালিকা

ভিত্তিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধু, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।  
 অপরূপের অভিযোগ দায়ের হওয়ার ২৯ দিন পর উদ্ধার হল নাবালিকা। তার সাথে আটক করা হয়ে জীবন নামে এক যুবককে। বঙ্গবন্ধু কলমচৌড়ী থানারানী কলসিমুড়া থেকে গত ১৫ জানুয়ারি ১৯ বঙ্গবন্ধু কলমচৌড়ী থানায় নিয়ে গেল। পরবর্তী সময় তার পরিবারের ভাষ্য হল যে, তাকে থানায় অপরূপের অভিযোগ করা হয়েছিল। পুলিশ ২৯ দিন পর ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। অভিযুক্ত জীবন নামের বাড়ি সোনাগুড়ি থানারানী মতিনগর পঞ্চায়েত এলাকায়। অভিযোগ ছিল জীবন তার দুই বন্ধককে সাথে নিয়ে সোনাগুড়ি-বঙ্গবন্ধুর সড়কে নুনু মোটরস্ট্যান্ড থেকে ওই নাবালিকাকে জোরপূর্বক গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। ওই অভিযোগ করা হয়েছিল। ওই নাবালিকা স্কুলে আসা-যাওয়ার সময় জীবন নামে উত্থাপন করত। আরও একবার নাবালিকাকে অপরূপের দোষে কবল হয়েছিল। কিন্তু ওইদিন এলাকাবাসী ঘটনাটি টের পেয়ে যাওয়ায় অপরূপেরপরী পুলিশ যায়। কলমচৌড়ী থানার পুলিশ জীবনকে, বৃহৎসংখ্যক নাবালিকাকে নিয়ে এসেছে জীবন। সেখানে থেকেই ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয়। সাথে জীবন নামেও থানায় নিয়ে আসা পুলিশ। সেখান থেকে নাবালিকাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য বিশালগড় হাসপাতালেও আনা হয়। যেহেতু মেয়েটির ১৮ বছর হয়েছিল, তাই বেচ্ছায় জীবনের সাথে যেতে চলেলেও তা আঁহিসংমত নয়। তাই পুলিশ মেয়েটিকে তার পরিবারের কাছে তুলে দেয়। জীবন নামের বিরুদ্ধে যেহেতু মামলা দায়ের হয়েছে তাই পুলিশ আইন অবমান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাকে থানাতেই আটক রাধা হয়। গুপ্তকারার অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

**নেই মাস্তুলি, রিটার্ন টিকিটেরও কাঙালপনা অবস্থা**

# ট্রেনযাত্রীদের দৈনিক হয়রানি চরম পর্যায়ে

অতিবাহী কলম প্রতিনিধি,  
আগতরত, ১০ ফেব্রুয়ারী, বাঁধ  
সরকারের দাফা জিল, নায়  
আদোলনের ফসলেই রাজো ট্রেন  
পরিষেবা চালু হলেই। বর্তমান  
শাসক দল সুযোগ পেলেই বলতে  
থাকে, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের  
জন্মই এত-এত ট্রেন রাজো এখন  
চালু আছে। কিন্তু দিনের শেষে  
রেলযাত্রীদের চূড়ান্ত হয়রানি  
মুখোমুখি এবং ডান, দু'দু'রফেই নিয়ে  
সেলোটোপে সঁট রাখো। বছরের  
পার বছর রাজো ট্রেন পরিষেবা  
চালু আছে। কিন্তু এখনও যাত্রীরা  
শুধুলা মেনে নিজেদের টিকিট  
কটার বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে  
পারেননি। এখনও রাজো চালু  
হয়নি মাছুলি টিকিট কটার  
শুধুলা। এমনকি প্রতিদিনের জন্য  
রিটার্ন টিকিট কটার ব্যবস্থাও চালু  
নেই। দেশের যেকোনও রাজো এই  
বিষয়গুণে মাজতো আমলেই চালু  
হয়ে গেছে। রাজার মুখাম্মি বিশ্ব  
কুমার দেব সম্প্রতি এক বক্তৃতায়  
বিমানবন্দর, মহাভাজা বাঁধবিক্রম  
বিমানবন্দর নামে মনে হয়ে যেকোন  
হাস্যদানবন্দে নামে হয়েছে। অথচ  
বাস্তবিক অর্থে নাগরিক পরিষেবা  
এখনও সফলক বরণ পুর্নিচে আছে  
এবং অসুখের বাঁধী দুর্ভোগ চূড়ান্ত  
আজিকার ধারণ করছে রাজার চূড়ান্ত  
রেলপথ তথা আগততলা-ধর্মণগর  
প্রভিন্স। আগততলা এবং  
ধর্মণগর রেলস্টেশনে টিকিট কটা  
নিয়ে যাত্রীরা চূড়ান্ত হয়রানির  
শিকার হচ্ছেন। শুধু হয়রানি নয়,  
যাত্রীরা ভয়াবহ হস্তক্ষেপ প্রতিনিধি।  
আগততলা থেকে প্রতিনিধি সকল  
উভয় একটা ট্রেনে ধর্মণগর পর্যন্ত  
যাত্রা। পরে বেলা ১১টা ১০  
মিনিটেও আরেকটন ট্রেনে  
আগততলা রেলস্টেশন থেকে  
ধর্মণগর পর্যন্ত যাত্রা। পরে সেটি

দেখার গিয়ে পৌঁছায়। এতপর  
দিনভর অনান্য ত্রেনে তাকে ছেড়ে  
ইন্ডিয়ান হাউস ধর্মণগর থেকেও  
প্রতিদিন বেশ কয়েকটি ট্রেনে  
আগততলা রেলস্টেশন পর্যন্ত এসে  
পৌঁছায়। কিন্তু এখানে এ ট্রেনে  
সর্বশূলতো যে ঘাইরা প্রধানত  
তিনটি পরিষেবা থেকে গুট বহুর  
ধরুরে বণ্ঠিত হচ্ছের। কি সেই  
বল্গনা তলা? প্রধান যে তিনটি  
বল্গনা তলা, তার প্রথমটি হাজার  
হাজার ঘাইরা প্রতিদিন বাধ্য হয়ে  
বিনা টিকিট রেলকা বাস করছের।  
দ্বিতীয়, অনেক স্টেশনে টিকিট  
কিছার ভোগাশি দুর করার জন্য  
নিজেরাই নিজেদের মোবাইল  
ফোন ব্যবহার করে টিকিট  
কাটছের। কিন্তু আগরতলা-  
ধর্মণগর বা ধর্মণগর- আগরতলা  
যাত্রার নির্ধারিত যে ৩৫ টাকার  
প্রতিটি টিকিট (মোবাইলে কাটতে  
গেলে তিনগুণ বেশি টাকা দায়  
কাজে হতে যা়। বিভিন্ন ধরনের চার্জ  
এবং এক্সপ্রেস ট্রেনের নাম করে ওই  
টাকা ঘাইরদের থেকে নেওয়া  
আগরতলা থেকে যে ট্রেনটি  
সকাল ১১টা ১০ মিনিটে শিলাপর  
যায়, সেই ট্রেনটি ধর্মণগর পর্যন্ত  
রেলস্টেশনে দাঁড়ায়। ধর্মণগর  
পৌঁছতে ট্রেনটি তিন থেকে চার  
ঘণ্টা সময় নিয়ে নেয়। অচ  
মোবাইল ফোনে নির্দিষ্ট আ্যেপ  
গিয়ে ওই ট্রেনটিতে আগরতলা  
থেকে ধর্মণগরুর টিকিট কাটতে  
চাইলে ন্যূনতম ১১৩ টাকা ভাড়া  
দেখায়। প্রতিদিন লক্ষা লাইন এবং  
হঠাৎ করে কাউন্টার বন্ধ করে  
দেওয়ার যে প্রতারণার ফাঁদ  
আগরতলা রেলস্টেশনে ছড়িয়ে  
আছে, তা থেকে নিবৃত্তি পেতে  
অনেকেই টিকিট নিজেদের  
মোবাইলে টিকিট কেটে ফেলের।  
তুতীয়, আরেকটি যে বিষয়

[illegible]

## প্রস্তাবে বড়

যায়রাবাদ, ১০ ফেব্রুয়ারি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে সংসদে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনলে তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস)। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দলের অন্তর্ভুক্তি, অল্প সংখ্যক ভেঙে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠন নিয়ে রাজ্যসভায় অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি রাজ্যপতির ভাষাবের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাবের উপর রাজ্যসভায় জবাবি বক্তৃতায় মোদী দাবি করেছিলেন, ২০১৪-র জুন মাসে কেনও আলোচনা ছাড়াই কেন্দ্রীয় সংসদীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সংসদে ‘অন্ধ্রদেশে পূর্ণগঠন বিল’ পাস করিয়েছিল তৎকালীনা ইউপিএ সরকার। তিনি বলেন, “ওই বিল লোকসভায় পেশ করার সময় সভার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাংসদেররা মাইক্রোফোনের সংযোগ ছিল কিনা হ্যাঁ, কেফোনেস কয়েকজন সাংসদকে পেপার স্ট্রেচ ব্যবহার করতে দেখে গিয়েছিল।” বস্তুত, মনোমোহন সিংয়ের জন্মার শেষবারি অন্ধ্রদেশে বিভাজনের ওই বিপ্লবী উদ্যোগ হয়েছিল সংসদ। সীমান্ত্র এলাকায় ও কেফোনেস সাংসদ তেলেঙ্গানা গঠনের বিরুদ্ধে লোকসভায় পেপার স্ট্রেচ দিয়েছিলেন।

হাতিবাদী কলম প্রতিনিধি,  
আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।  
শহরের পুলিশ প্রধান কার্যালয়ের  
অদূর অতীত প্রাচীরের পাশের  
তারা হোটেল চক্রের চক্রে বাসা  
বৈধেছে। বিভিন্ন নম্বরে ফোন করে  
প্রত্যেক চক্রের সদস্যরা মানুষকে  
ডেকে পাঠাচ্ছে সেই হোটেলের।  
সেখানেই বিভিন্ন জায়গায় ট্রা  
প্যাঞ্চেজের নামে মানুষের চার  
থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়  
করাছে। সেখান থেকে ফিরে এসে  
অনেকেই জালিয়েছেন, তারা কিইউ  
জেনে ন। অপরিক্রিতদের তরফেই  
ফোনা পাওয়ার পর তারা নিজেই  
উদ্যোগ নিয়ে ওই হোটেলের  
গেছেন। এই হোটেলের একটি হল  
বুকিং করে সেখানে ট্রা প্যাঞ্চেজ  
যেযোবা চক্রা হচ্ছে। সর্বনিম্ন ৩০  
হাজার টাকা। অনেককেই খবর  
প্রসারিত হচ্ছেন বলে বলা। কিন্তু  
বৃহৎপতিবাব শহরের একজন

বিশিষ্ট বাগরিকের ওই প্রত্যেক চক্র ফোন করেছিল। তারপর তিনি সেখানে গিয়ে পুরো বিষয়টি জেনে পুলিশকেও অবগত করেছেন। কিন্তু পুলিশের তরফে সবদিকে লেখা পশত কানানও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ভ্রমণের নামে প্রত্যেক চক্র এর আগেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রতারণা করে সাধারণ মানুষকে নিঃশ করে দিয়েছে। গণমৈত্রী পথের পুর এলাকার একটি বহুতল বাড়িতে টার প্যাকেজের নামে বছরের পর বছর প্রতারণা চক্রটি ঘাঁটি গেড়ে আসছে। তারপর পুরোটা রাজশব্দনের পাবলিক স্ট্রাটাজিতে বসেও সেখানে টার প্যাকেজের প্রতারণার ব্যবসা চালছিল। সরকার পরিবর্তনের পর চক্রটি গা-ঢাকা দিলেও হঠাৎ করে এখন জগেগে উঠেছে। জানা গেছে, শাসক দলের চক্র ভেঙিয়ে বিভিন্ন ভায়াজের নামে চক্রটি ফোন করে টার প্যাকেজের

নামে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে মোটা  
অঙ্কের টাকা আদায় করেছে।  
শুক্রবারেও নির্দিষ্ট সময়ে সেই  
হোটেলের এই নাকি চক্রটির  
কোমরজন মানুষকে হুঁসলিয়ে  
উপস্থিত থাকতে ফোন করেছে।  
তারাজার বিম্ভ জয়গাং তারা ফোন  
করে মানুষদের বোঝানোর চেষ্টা  
করছে যে, ভ্রমণের জন্য তাদের  
কিছুই সমস্যাধীনভাবে ব্যবস্থা  
কিছু ৬০ হাজার টাকা পাচ্ছেক  
যোষণা করলেও তারা যে আদায়  
করছে তার জন্য কোনও রপিদ বা  
প্রমাণপত্র দিচ্ছে না। সাধারণ একটি  
কিছু শুধু টাকার অঙ্ক আর তারা  
লিখেই এই জাণিয়ে দিচ্ছে তারা  
নাকি ভারতখ্যাত প্ৰতিষ্ঠান। তাতে  
অন্য কোনও প্রমাণ দেওয়ার বিষয়  
(নেই) কিন্তু এই হোটেলের এই  
চক্রটি গর কয়েকদিন ধরে ঘাঁটি  
গেছে তবে থাকলেও বৈখবর  
পুলিশ প্রশাসন।

# তারকা হোটেলে প্রতারক চক্র, ঘুমে পুলিশ প্রশাসন

# প্রশাসনে আস্থা হারিয়ে ব্রিজ সংস্কারে এলাকাবাসী

**হেতুবাদী কলম প্রতিনিধি,**  
**জেলাইবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি।**  
 প্রশাসনের উপর থেকে আহা  
 হারিয়ে এলাকাবাসী নিজেরাই ব্রিজ  
 সংস্কারের কাজে লাগান।  
 লোকের ঠরে ফুট ব্রিজটি  
 আনকদিনই ভাঙেই হোলা হয়ে  
 আসে। যেকোন সময় ব্রিজ ভেঙে  
 দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সেই আশঙ্কা  
 এলাকাবাসী বাঁধের বেড়া বানিয়ে  
 ব্রিজের উপর লাগিয়ে দিয়েছেন।  
 কৃষকের অন্যতম ওই এলাকার  
 বাজারজাত করতে পারেন।  
 জেলাইবাড়ি এলাকাটি মূলত আলু  
 চাষের জন্য পরিচিত। আশপাশের  
 গ্রামের মানুষ প্রচুর আলু চাষ হয়।  
 বিশেষ করে দেবদার, পশ্চিম  
 পিনাক, উত্তর জেলাইবাড়ি এবং  
 কলসিতে প্রচুর সংখ্যক আলু চাষের  
 বরষা। এক সময় কলসি আলুর  
 মানুষ জেলাইবাড়িতে আসতেন  
 বাজার করতে। অন্যান্য যাবতীয়  
 কাজকর্মের জন্যও তাদের  
 জেলাইবাড়ি আসতে হত।



ডলুছডায় মুখরি নদী পেরিয়ে  
কলু লিয়ি। হরে জোলাইবাড়ি  
আসতে হতে কলসি লোকেরা  
নাগরিকদের। ডলুছডায় মুখরি নদীর  
উপর সেতু নির্মিত তা হওয়ায়  
পর্যায়বর্তী সময় জোলাইবাড়ির সঙ্গে  
যোগাযোগ অনেকাই কমে যায়।  
ডলুছডায় মুখরি নদীর উপর সেতু  
না থাকায় বর্ষার সময় উত্তর  
জোলাইবাড়ির ডলুছডায় কলসি  
মানুষ ওপারের কলসির  
নিয়ে যেতে শেষোদয় পড়তেন।  
২০১১ সালের শেষদিকে গুই  
এলায়া ফুট ব্রিজ নির্মিত হয়েছিল।  
ফুট ব্রিজটি হওয়ায় আটো রিকসা  
থেকে শুরু করে অন্যান্য মাঝামাঝি  
নিয়েছিল কলসি থেকে  
জোলাইবাড়ি পর্যন্ত আসা-যাওয়া  
করে। কিন্তু গত ৩-৪ বছর ধরে  
ব্রিজের পাটাতন জং ধরে যায়।  
দীর্ঘদিন ধরে ব্রিজটি এভাবেই পড়ে  
থাকে। তাই উত্তর জোলাইবাড়ির  
ডলুছডায় নারায়ণিকা মিলে সেই  
উপজাতি পুনরায় চলাচলের  
উপযোগী করে তুলেছেন।

## সংসদে উঠলো মৈত্রী সেতু প্রসঙ্গ

সেইভাদানী কলম প্রতিনিধি, আগর  
সেতু চালুর প্রশংসা। বহুশ্রুতিবার মৈত্রী  
হবে। এনিম জিরো' আওয়ারে  
তরফ থেকে এই প্রশংসার জবাব দে  
ফেলী নদীর উপর মৈত্রী সেতু গ  
লক্ষ্যে। সেতুটি রাজ্যের সার্বক থ  
নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উগ্রাম নদ্রক  
আনা যাবে। সব মিলিয়ে মাত্র ৮  
ব্যবসায়ীরা লাভান হবেন। একই  
হালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক  
সেতুটি। নির্মাণ কাজ শুরু হয়।  
নরেন্দ্র মোদীরা হাত ধরে এই সেতু  
আমাদানী-রপ্তানি শুরু হয়।। সব  
হয়নি। এই বিশেষই বার্না দাস বর  
আমাদানী-রপ্তানি শুরু হবে? তবে

# রাজধানী কাংগেই

ভিত্তিবাদী কলাম প্রতিনিধিত্ব। গঠ  
আগততলা, ১০ ফেব্রুয়ারি। গঠ  
নটোমডেরে, দেপ্তমের তৃতীয়  
আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে  
চালু হয়েছে। তাকে রাজ্যের  
ইন্টারনেট পরিসংখ্যান কিছু  
বদলয়নি, ইন্টারনেটের ভোগাণ্ড  
এই আই। একটি রাজ্যের  
রাজধানী থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত  
বিস্তারএএল ফের-জি পরিসংখ্য  
বিক্রয় ডিউড কলমারের করা ভীষণ  
বন্ধ। ভারত সরকারের সেন্টার  
ফর কালচারাল রিসার্চস এন্ড  
ট্রেনিং (সিসিআরটি) -র  
স্কলারশিপ'র ইন্টারডিউ গুরু  
হয়েছে। ২০২০-২১ বছর যারা নতুন  
হিসাব আবেদন করেছিল, তাদের  
৭২ জনের ইন্টারডিউয়ের তথ্য  
ইন্টারডিউ। এবছর অনান্যই  
ইন্টারডিউয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে।  
দেশের নানা অংশ থেকে  
শিশু-কিশোরী জায় নিয়েছে।  
আগততলা থেকে একজনকে বার  
বার সময় দিতে হয়েছে।  
ইন্টারডিউয়ের জন্য, ইন্টারনেট  
সংযোগের কারণে পরীক্ষকরা  
ইন্টারডিউ নিতে পারছিলেন না।  
ইন্টারডিউয়ে যে বিষয়ে আবেদন  
করেছিলেন, সেই বিষয়ে কিছু তাদের  
দেখাতো হয়। যেমন কেউ  
মুগ্ধাভিযে আবেদন করে থাকলে,  
তাকে মুগ্ধাভিযের করে দেখাতো  
হয়। অনান্য থর এই ইন্টারডিউ

পারীক্ষা দেশের বিভিন্ন জায়গায় নেওয়া হয়েছে। এবার অনলাইনে করা হয়েছে কোভিডের কারণে, এক বছর কাইই যায়নি। ভিডিও কনফারেন্সিং'র মাধ্যমে এই হটস্টারিভিডিও হয়েছে, পরীক্ষকরা ও আবেদনকারীরা ভিডিও কনফারেন্সযুক্ত জেলে, পরীক্ষকরা কক্ষ কথারাত্তি হস্তক্ষেপ করছেন, অথবা সরাসরি আবেদনকারীকে তাদের কাজটি করে দেখাতে বলা হয়েছিল। আগের তালিকা এক পরীক্ষার পরে তারা কাজ করছে এবং হয়, পরীক্ষার্থী তা শুরু করেন, কয়েক সেকেন্ড পরই পরীক্ষকরা তাকে জানান যে ভিডিও আসছে না ঠিকভাবে। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর তাকে আবার সময় দেওয়া হয়। ঘণ্টাকালেক পর ল্যাপটপ এবং আন্ডারভিউ ট্যাবলেট, ইয় ধরনের যন্ত্র থেকেই কনফারেন্স টুকেছিলেন পরীক্ষার্থী, এবারও হটস্টারিভিডিও যাবেন। তাকে আবার আও ঘণ্টা দুই পেরের সময় দেওয়া হয়। এবারও হটস্টারিভিডিওর ব্যবহারে মায়ে মাইই থমকে দাঁড়িয়ে পড়া ছিল। কনফারেন্সে হটস্টারিভিডিও শেষ হয়। এক আবেদনকারীর সময় ছিল দিলের প্রথম ভাগে, ইন্টারনেটের কারণে সেখানে ভায়ে গড়ায় প্রায় কয়েক পর্যন্ত। সকাল সাড়ে নয়টা থেকে প্রায় ছটা পর্যন্ত উদ্বেগ নিয়ে বসতে থাকতে হয়েছে, বার বার ইন্টারভিউ শেষে কয়েক না পারলে একজন

শিল্পী পরীক্ষার্থী তার সেওয়াটা কী করে দেবেন, বিশেষত শিল্পী এখন নিতাইই কিশোর। যখন আবেদনকারী সংযোগ বসলেই চেষ্টা করেছেন, একই অবস্থা দুই বছর আগেও। সংযোগ আর একটু খারাপ হলে আর ইন্টারভিউ দেওয়াই হত না। একটি রাজ্যের রাজধানী শহর না। থেকে একই অবস্থা, তারপাখীই গেলেন অন্তত্ম সহজভাবে অনুমান করা যায়। জেলা সদর থেকে সময়ে সময়ে ইন্টারভিউ করে আসছে। ইন্টারভিউ আটকা নিচ্ছেন না। তাহদেরও যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। বাবু বাবু একজন।

শিল্পী পরীক্ষার্থীকে ডাকতে হয়েছে, কখনও দিতে হয়েছে। বিএসএনএল'র প্রতিষ্ঠা দিয়েই ইন্টারনেটে বোঝাচ্ছে। অনেক ঘণ্টা। সংস্থার কাঁটমার মাফিস নম্বর থেকে কেউ পরিচয় পেয়েছেন বলে বলতে পারবেন না। একই নম্বরের কাছে ইন্টারনেটে পাঠের বিরণণ পক্ষ থাকে না। বেসরকারি পরিসেবাদায়ী সংস্থাগুলি অন্তত্মও তার ভাল কিছু নয়। অভিযোগ নিয়ে রুহর পর বছর পেয়েছে ভাঙা রেকর্ড বাজছে, "আপনার এলাকা এখন থেকে আমাদের মাঝানের পরিসেবা হচ্ছে না। আমাদের ক্ষমতা বাড়ানো নিচ্ছেন শীঘ্রই।" পরিসেবা না দিতে পারলে, কেউই পরিসেবা-নম্বর থাকার দিন মোট দিনের সাড়ে বাড়িয়ে দেয় না, ক্ষতি গ্রাহককেই



# সমাবেশের লক্ষ্যে এগোচ্ছে সিপিএম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। আগামী ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি সিপিআইএম রাজ্য সম্মেলন। এই রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য সমাবেশ সংগঠিত করার ঘোষণা থাকলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে সিপিআইএম চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি। যতটুকু খবর, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই প্রকাশ্য সমাবেশ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে। তবে সিপিআইএম মেলার মাঠ নেতৃত্ব মনে করে করোনা পরিস্থিতিতে যে বিধি লাগু হয়েছে তাতে তারা তাদের কর্মসূচি সংগঠিত করতে পারে। স্বাস্থ্যবিধি মেনেই যাবতীয় উদ্যোগ চললেও আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি মুখ্যসচিব কী নির্দেশ দেন সেটার দিকেও তাকিয়ে আছে মেলারমাঠ। তবে সিপিআইএম সমাবেশ করার লক্ষ্যেই এগোচ্ছে এবং এই সমাবেশ সংগঠিত করার জন্য সম্মেলন গুরুর আগে কিংবা শেষ হওয়ার পরে সমাবেশ সংগঠিত হওয়ার বিষয় নিয়ে এক প্রস্তাব আলোচনাও হয়েছে। উল্লেখ্য, সিপিআইএম প্রথমে সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশ্য সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেও করোনা পরিস্থিতির কারণে তা স্থগিত রেখেছিলো।

## করোনা সংক্রমণ নিম্নমুখী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। করোনার পজিটিভের হার নিম্নমুখী। এই হার বৃহস্পতিবার ছিল .৬৭ শতাংশ। এদিকে দেশে করোনা নতুন আক্রান্তের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬৭ হাজার ৮৪ জনে। তবে থেমে নেই মৃত্যু। মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৪১ জনে।

আজ রাতের ওষুধের দোকান ইস্টার্ন মেডিকেল হল ৯৪৩৬৪৫৪২৩৮

## আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেঘ** : অহেতুক মাথা গরম করে নানা কামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। ক্রোধের বশে লোকদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করবেন না। চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভ। বাছ ও উরুতে আঘাত লাগার প্রবণতা বেশি। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ হলেও নানা সমস্যা দেখা দেবে। **বৃষ** : দীর্ঘদিনের পুরনো শারীরিক সমস্যা নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। একাধিক শুভ যোগাযোগ আসবে, যা উপার্জন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। শেয়ার বা ফাটিকায় বিনিয়োগের প্রবণতা সমস্যায় ফেলতে পারে। ব্যবসায়ীদেরও চাকরিজীবীদের জন্য দিনটি শুভই। **মিথুন** : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের উপার্জন ভাগ্য শুভ। তবে রাগ জেদ দমন করা দরকার। ব্যবসাস্থান শুভ। গৃহস্থান শুভ থাকায় ভেমন কোনো সমস্যা হবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সহযোগী মনোভাব থাকবে। **কর্কট** : স্বাস্থ্য স্বস্থায়ী ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। তবে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। কর্মে কিছুটা ঝামেলার সম্ভবীণ হতে হবে। আর্থিক ভাগ্য মধ্যম প্রকার। গৃহ পরিবেশ মনোরম হয়ে উঠবে। **মিথুন** : শরীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে শুভাশুভ মিশ্রভাব লক্ষ্য করা যায় দিনটিতে। মানসিক উদ্বেগ থাকবে। কর্মের ব্যাপারে কিছু বিশ্লেষণ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষেত্রে অশুভ ফল নির্দেশ করছে শত্রু মাথা ছাড়া দিয়ে উঠবে। নিজেকে সংযত থাকতে হবে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে। **কন্যা**: শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না।

তবে মানসিক অবসাদের ক্ষেত্রে উন্নতি দেখা যায়। কর্মস্থলে কিছুটা ঝামেলা থাকবে। আর্থিক ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পরিলক্ষিত হয়। শত্রু পক্ষ অশান্তি সৃষ্টি করবে। মামলা মোকদ্দমায় না যাওয়াই ভালো। গৃহ পরিবেশে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। **তুলা**: দিনটিতে স্বাস্থ্য স্বস্থায়ী ফল মোটামুটি সন্তোষজনক। মানসিক

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে সম্মেলন করার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে দিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি নতুন বিধি কার্যকর হবে। তাতে নতুন করে সিপিআইএম সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। শুধু তাই নয়, সিপিআইএম এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রচারও তেজি করেছে। সম্মেলনের বার্তা সর্বত্রই পৌছে দিতে একদিকে যেমন প্রয়াস গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে সম্মেলন কেন্দ্রিক সমাবেশ সংগঠিত করার জন্যও সিপিআইএম চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। এই সংক্রান্ত বিষয়ে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি মেলারমাঠে বৈঠক রয়েছে বলে খবর। তবে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখনই ঝাপিয়ে পড়ছে সিপিআইএম। বিভিন্ন সংগঠন কর্মসূচি থহণ করেছে। মেলারমাঠের নেতারা দাবি করেছেন, এখন থেকে ধারাবাহিক কর্মসূচি চলবে। বাজেট ইস্যুতে বামপন্থী বিভিন্ন সংগঠন ময়দানমুখী। এখন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি যুব ফেডারেশন বেকার ইস্যুতে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। সবমিলিয়ে বামপন্থী দলগুলো ২৩’র লক্ষ্যে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছে।

# সমকাজে সমবেতন, সরব মাদ্রাসা শিক্ষকরা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর/চড়িলাম, ১০ ফেব্রুয়ারি।। বৃহস্পতিবার অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধর্মনগর বিদ্যালয় পরিদর্শকের ঝাপিয়ে পড়ছে সিপিআইএম। সভাপতি নূর উদ্দিন এবং সম্পাদক মনসুর আহম্মদের নেতৃত্বে তারা বিদ্যালয় পরিদর্শকের সাথে দেখা করেন। মাদ্রাসা শিক্ষকদের মূল দাবি সম কাজে সম বেতন প্রদান,

রাজ্যের অন্যান্য শিক্ষক কর্মচারীদের মত তাদের বেতন ভাতা প্রদান প্রভৃতি। মাদ্রাসা শিক্ষকদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তাদের সাথে বঞ্চনা হয়ে আসছে। তাই তারা সরকারের উদ্দেশ্যে দাবি জানিয়েছেন সেই বঞ্চনা গুছিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদেরও অন্য শিক্ষক কর্মচারীদের মত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হোক। সারা রাজ্যেই পৃথক পৃথকভাবে এই ডেপুটেশন করেন। মাদ্রাসা শিক্ষকদের মূল বেতন-সহ রাজ্য সরকারের অন্যান্য

শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ, ১২৯টি এসপিএইউএম/এসপিএএমএম মাদ্রাসাকে গ্র্যান্ট ইন এইড এর আওতায় আনা, ২.২৫ এবং ২.৫৭ দ্রুত প্রদান করা, চাকরি থাকাকালীন যদি কোন শিক্ষক মৃত্যুবরণ করেন তবে তার পরিবারকে এককালীন ২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা, মাদ্রাসার শূন্যপদগুলোকে পূরণ করা-সহ ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন প্রদান করছে মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ১৪



ফেব্রুয়ারি আগরতলায় গণ আন্দোলনের মাধ্যমে বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন কর্মসূচি রয়েছে। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে প্রতিটি জেলায় ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে ডেপুটেশন প্রদান করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির গেন্দু মিয়া মসজিদে রক্তদান শিবিরের পরিদর্শক’র নিকট ডেপুটেশন

প্রদান করা হয়। বিদ্যালয় পরিদর্শক’র নিকট ছয় দফা দাবি সনদ তুলে দেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সহ-সভাপতি শাহ আলম, রাজ্য কমিটির সদস্য মাওলানা জাকির হোসাইন, আব্দুর রহমান-সহ অন্যান্যরা। সারা রাজ্যেই পর্যায়ক্রমে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হবে বলে জানিয়েছেন সহ সভাপতি শাহ আলম। সেইসঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষকরা জানান, গত বছর মাদ্রাসা শিক্ষকরা গেন্দু মিয়া মসজিদে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে

উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন-সহ সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু এক বছর অতিক্রম হলেও এখনো পর্যন্ত এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। আসন্ন অর্থবর্ষে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন-সহ সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী-সহ শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর কাছে মাদ্রাসা শিক্ষকদের তরফে বিনম্রভাবে অনুরোধ জানানো হয়।

## শ্রমিক হিসেবে খাটছে শিশুরা, নীরব প্রশাসন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়,১০ ফেব্রুয়ারি।। যে বয়সে পড়াশোনা, খেলাধুলা-সহ আনন্দ উল্লাসে কাটাবার সময় সেই বয়সেই শিশুদের হাড়ভাঙ্গা কাজে ব্যবহার করছে একাধিক স্বার্থাধেয়ী মহল। স্বাধীনতার ৭৫ বছরের গরিমাকে কেন্দ্র করে দেশ যখন আজাদি কা অমৃত মহোৎসব পালনে ব্যস্ত ঠিক সে সময় এমন কিছ্র ত্রি উঠে আসছে যা সমাজের কাছে নানাহ প্রশ্নের সৃষ্টি করছে। বিশালগড় ব্লকের অধীন কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের মধুপুর থানাধীন কৈয়াটেপা গ্রামের পঞ্চায়ত অফিস প্রাঙ্গণের সামনে বহিরাঙ্গের অসংখ্য শিশুদের একাধিক স্বার্থাধেয়ী ফ্যাক্টরির মালিক কাজে ব্যবহার করছে। যা ভারতের সংবিধানের আইন অনুযায়ী অপরাধ। ভারতীয় সংবিধানের আইন অনুযায়ী ১৪ বছরের নিচে কোন শিশুকে কাজে লাগানো গুরুত্ব অপরাধ। জানা গেছে, উক্ত পঞ্চায়েতের অধীন কামখানা রোডে একটি প্রাস্টিক দড়ি তৈরীর কারখানায় শিশুদের শ্রমকে কাজে লাগিয়ে মাসিক ৩ থেকে ৪ হাজার টাকায় ১০/১২ ঘণ্টা কাজ করাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে। ফ্যাক্টরির মালিক শিশুশ্রম অপরাধ জেনেও এ ধরনের কাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছে এবং তা একপ্রকার ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে আসছে। রাজ্যে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক বিভাগ থাকলেও এই সকল বিষয়ে সচেতন করতে একপ্রকার ব্যর্থ বলে অভিমত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহলে। এছাড়াও প্রশাসন এসকল বিষয় জেনেও একপ্রকার চূপ বলে অভিযোগ উঠে আসছে। শিশুশ্রম থেকোনে শান্তিযোগে অপরাধ সেখানে শিশুদের কিভাবে কিছু স্বার্থাধেয়ী মহল নিজেদের মুনাফার নোডে এভাবে ব্যবহার করছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যে স্থানে শিশুরা কাজ করছে সেখানে বিপদজনক মেশিন ও অসুরক্ষিত বিদ্যুতের পরিবাধী তার থাকার ফলে যেকোনো সময় শিশুদের অঘটন ঘটতে পারে। এ ধরনের অঘটন ঘটলে এর দায়ভার কে নেবে তারও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও মাঝে মাঝে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলেও ফ্যাক্টরির মালিক তা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। এখন দেখার বিষয় সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা এ বিষয়ে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

# বেকারদের সাথে প্রতারণা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বেকারদের সাথে সরকার প্রতারণা করছে। অভিযোগ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব’র। তিনি অভিযোগ করেন, সরকারে আসার আগে বেকারদের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা রক্ষা করছে না সরকার। তিনি আরও অভিযোগ করেন, বর্তমানে চাকরি প্রদানের

করার কথা বললেও প্রকৃত অর্থে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বামপন্থী এই যুব সংগঠন দুটোর তরফে রাজবাণী কর্মসূচির ঘোষণা দিয়ে প্রচার তেজি করার ঘোষণা দিয়েছেন নবারুণ’রা। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেকারদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে মিসড কলে চাকরি প্রদানের কথা বলে। তাছাড়া ৯ লক্ষের উপর বেকার গোটা দেশের আত্মহত্যা করেছে বেকারত্বের কারণে। এই

সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে গোটা রাজ্যেই এবার দাপিয়ে বেড়াবে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি যুব ফেডারেশন। এদিকে জেআরবিটি পরিচালিত পরীক্ষার ফলাফল না জানানোর পেছনেও গভীর রহস্য রয়েছে। ৬ মাসের মাঝে ফল প্রকাশ করা হয়নি বলে তারা উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। বামপন্থী এই যুব সংগঠনের নেতারা দাবি করেন, টিএসআর ও এসপিও’র চাকরির



নামে কেলেঙ্কারি হয়েছে। টিএসআর থেকে এসপিও নিয়েগে বিস্তার অভিযোগ তুলেছেন বামপন্থী এই যুব সংগঠনের নেতা। ১১ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি গোটা রাজ্যেই কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ও উপজাতি যুব ফেডারেশন’র তরফে নবারুণ দেব ছাড়াও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাসুজেন্দ্র রিয়াং, পলাশ ভৌমিক, অমলেন্দু দেববর্মা। এ রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে সামনে রেখেই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শেে এবং রাজ্যের যুব তথা বেকাররা গভীর সংকটে। নবারুণ দেব এই দাবি করে বলেন, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে তাদের নিয়েই যে কথাগুলো বলেছিলেন তা রক্ষা করছে না। মানুষের জন্য কাজ

তথা তুলে ধরে নবারুণ দেব বলেন, এই রাজ্যেও বেকাররা হতাশাগ্রস্ত। তিনি আরও বলেন, এ রাজ্যেও বহু শূন্যপদ পড়ে আছে। এই শূন্যপদ পূরণের জন্য একেও উদ্যোগ নেই। ত্রিপুরায় বেকারের সংখ্যা নিরুপণে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে যে তথ্য দিয়েছিলো, এখন ক্ষমতায় বসে সেই তথ্য ভুলে গেছে। বেকারত্বের থাফে ত্রিপুরা উদ্বেগজনক স্থানে থাকলেও এই রাজ্যের সরকারের বিশেষ কোনও উদ্যোগ নেই। শুধু তাই নয়, বিজেপি দফতর বহু শূন্যপদ পড়ে থাকলেও দলবল ইঞ্জিনের সরকারের কোনও বিশেষ পদক্ষেপ নেই বলে কটাক্ষ নবারুণ দেব’র। তিনি বলেন, বেকারদের স্বার্থে তারা দাবি তুলে রাজবাণী পী আন্দোলন সংগঠিত করবেন। অবশ্যই বলা যায়, ২০২৩

পর সাধারণের তরফে সরাসরি দাবী করা হয়েছে নেতাদের। শুধু তাই নয়, নেতাদের বিরুদ্ধে যুস খাওয়ারও অভিযোগ তোলা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির অভূতাত দেখিয়ে পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বামপন্থী এই যুব সংগঠন দুটো। শুধু তাই নয়, বেকার চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মী সহ অন্যান্যদের নিয়োগের দাবিতেই সরব হয়েছে এই দুটো সংগঠন। নবারুণ দেব’রা দাবি করেন, তারা মানুষের কাছে যাবেন এবং এইসব দাবিগুলো তুলে ধরে জনমত তৈরি করবেন। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বামপন্থী যুব সংগঠন যে ইস্যু ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করে ময়দানে নেমে পড়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাজেট ইস্যুতেও এই সংগঠন ময়দানমুখী।

# দিনদুপুরে ৩ লক্ষ টাকা ছিনতাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। আইন-শৃঙ্খলাকে আবারও প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিল দুকুতিরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্র কালাীবাড়ি দিঘির পাশে চা-বাগানের কর্মীর কাছ থেকে নগদ ৩ লক্ষ টাকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় দুষ্কুতিরা। এই ঘটনার পর গোটা এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই প্রশ্ন তুলছেন শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে। হাফলুছড়া চা-বাগানের কর্মী সূত্রে দত্ত চৌধুরী দুই ব্যাঙ্ক থেকে কর্মচারীদের বেতনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা তুলেছিলেন। টাকা নিয়ে যখন কালাীবাড়ি সংলগ্ন এক দোকান থেকে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম কিনতে যান।

আনুমানিক পৌনে ২টা নাগাদ দুষ্কুতিরা সূত্রে দত্ত চৌধুরীর বাইকে থাকা টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। সূত্রতাব্যু অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সেই টাকার ব্যাগের হদিশ পাননি। এদিন ধর্মনগর থানায় এসে তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারায় মামলা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যার নশ্বর ২৩/২২। এখনও প্রাথমিক ছিনতাইবাজদের টিকির নাগাল পাওয়া যায়নি। উদ্ধার হয়নি টাকাও। বেশ কিছুদিন ধরে ধর্মনগর শহরে টাঙ্ক তুলেছিলেন। টাকা নিয়ে বেড়ে গেছে। যে কারণে পুলিশের ভূমিকায় সাধারণ মানুষ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। একটি

চুরির ঘটনারও পুলিশ কুলকিনারা করতে পারেনি। তারই মধ্যে দুঃ সাহসিক ছিনতাইয়ের ঘটনা মানুষের আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। নাগরিকরা মনে করেন পুলিশের কাছে কোনকিছুই অসম্ভব নয়। তারা চাইলে অবশ্যই ওই ছিনতাইবাজদের জালে তুলতে পারে। কারণ এই ধরনের ঘটনার সাথে করা জড়িত থাকতে পারে তা পুলিশাব্যুহী কিছুটা হলেও আদাজ করতে পারেন। এখনও পর্যন্ত তারা কি ধরনের তদন্ত করছেন তা কেউই বলতে নারাজ। তবে এভাবেই চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে তাহলে সাধারণ মানুষ রাস্তায় বের হতে ১০ বার চিন্তাভাবনা করবেন।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে শুই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

**সংখ্যা ৪৩১ এর উদ্ভর**

6	5	8	2	1	4	3	9	7
3	4	1	8	9	7	2	5	6
2	9	7	6	5	3	8	4	1
8	6	2	7	3	5	4	1	9
1	7	9	4	2	6	5	3	8
4	3	5	1	8	9	7	6	2
9	8	3	5	7	1	6	2	4
5	2	6	9	4	8	1	7	3
7	1	4	3	6	2	9	8	5

**ক্রমিক সংখ্যা — ৪৩২**

	8		4	3		5	2	
		5	1	2				3
2		3		5	6	4	7	
3	7	1	5	6	9		8	
		4	7		2	3	5	6
		6					1	
	3	2	6	7	1	8	4	
	5				4			7
	6	7		8	5	1	9	

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি X ও ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৪৩২ এর উত্তর



# বার নির্বাচনকে নিয়েই আদালত চত্বরে রাজনৈতিক পারদ চরমে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের এই চরম রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যেই আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলছে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ নির্বাচন। এমনিতে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন বা সরকারে কে শাসন করছেন তার সঙ্গে বার নির্বাচনের কোনও যোগাযোগ না থাকলেও বরাবরই ত্রিপুরা বার নির্বাচনের ফলাফলকে একটি রাজনৈতিক সংকেত বলেই ধরে নেওয়া হয়। এই অনুমানে সন্দে নিয়ে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা হয়েছে। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরগরম আগরতলার আদালত চত্বর। ত্রিপুরা বার সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে ত্রিপুরা বার চলেছে মূলতঃ কংগ্রেস লিগ্যাল সেল এবং বামপন্থী আইনজীবীদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া ল্যার্স ইউনিয়ন (এআইএলইউ), উভয়ের মিলিথুলি সমর্থনে। ২০১৮ সালে

## বিএসএফ’র ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ জওয়ানদের সাথে স্থানীয় নাগরিকদের কিছুদিন পর পরই বামেল্লা লোগে থাকে। যেহেতু, সীমান্ত এলাকায় বহু মানুষ পাচার বাণিজ্যের সাথে জড়িত থাকে তাই বিএসএফ জওয়ানরা সকলকেই সন্দেহের নজরে দেখে। এ নিয়েই দু’পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন সময় বামেলার সৃষ্টি হয়। এবার কমলাসাগর মিয়াপাড়ার নাগরিকরা বিএসএফ’র এক জওয়ানের ভূমিকা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ জানিয়েছেন। সেই জওয়ান আবার বিএসএফ’র গোয়েন্দা শাখার সাথে যুক্ত বলে তারা জানিয়েছেন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাতের বেলা ওই জওয়ান বাড়িতে এসে চড়াও হয়। কখনও স্কুল পড়ুয়া, কখনও আবার বাড়ির মহিলারা জওয়ানের হয়রানির শিকার হন। যারা কাঁটা তারের বেড়ার ওপারে বসবাস করেন তাদের সাথেই বামেল্লা বেশি হচ্ছে। কারণ, ওপার থেকে বিভিন্ন কাজে নাগরিকদের এপারে আসতে হয়। কিন্তু তাদেরে এপারে আসার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। তাই নাগরিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা বিষয়গুলি নিয়ে পুলিশ কিংবা প্রশাসনের দ্বারস্থ হবেন।

## বটতলায় চললো বুলডোজার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। এবার বুলডোজার চললো বটতলা এলাকায়। ফুটপাথ উচ্ছেদ অভিযান করা হয় বটতলা থেকে দশমীঘাটের রাস্তায়। দু’পাশের বেশ কয়েকটি দোকানপাট ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়। বটতলা থেকে দশমীঘাট যাওয়ার রাস্তায় বৃহস্পতিবার সকালের বুলডোজার নামায় আগরতলা পুরনিগমের টাস্ক ফোর্স। একদিন আগেই বটতলা বাজারে বৈঠক করে মেয়র এবং পুরনিগমের আধিকারিকরা বটতলা বাজার এলাকা দখলমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। মহাশুশান যাওয়ার রাস্তার পাশে ৭দিনের মধ্যে দোকান সরিয়ে নিতে বলা হয়। তবে পুঁজিপিতি মাছ ব্যবসায়ীদের দোকান ভাঙতে সাহস দেখায়নি আগরতলা পুরনিগমের টাস্ক ফোর্স। বুলডোজার চালানো হয় বটতলা থেকে দশমীঘাট যাওয়ার রাস্তায় ছোট ছোট দোকানগুলিতে।

বর্তমান শাসকদল ক্ষমতায় আসার আগেই এক বছরের জন্য ত্রিপুরা বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ক্ষমতায় ছিলেন তৎকালীন শাসকদলীয় সমর্থক বামপন্থী আইনজীবী সংগঠন। ঠিক পরের বছর যথারীতি বিধানসভার শাসকদলের প্রভাবে বারে ধস নামে। তখন ক্ষমতা হারিয়ে বামপন্থীদের দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত বার দখল নেয় বিজেপি আইনজীবী সংগঠন। কিন্তু এক বছর ক্ষমতা ধরে রাখতে না রাখতেই ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের বিজেপি আইনজীবী সংগঠনের ধস নামে। ২০২০ সালে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের ডাক দিয়ে একাবদ্ধভাবে লড়াইয়ের ময়দানে নামে বামপন্থী আইনজীবী সংগঠন এআইএলইউ এবং কংগ্রেস লিগ্যাল সেল। যদিও প্রচারাে এই দুই সংগঠনের কোনও আইনজীবীবাই নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় না দিয়ে শুধুমাত্র রাজ্যে সংবিধান ভুলুপ্তিত বলে একটি এক্যামঞ্চের ডাক

দিয়েছিল। যথারীতি এই সংবিধান বাঁচাও’র ডাক ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীদের মধ্যে এক বিশেষ প্রভাব ফেলে। নির্বাচনে বিজেপি আইনজীবী সংগঠনের মাত্র তিন জন প্রার্থী জয়ী হন। সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের ১২জন প্রার্থীকেই বিপুল ভোটে জয়ী করেন আইনজীবীরা। ২০২০ সালের পর করোনা অতিমারির কারণে ২০২১ সালে আর কোনও ধরনের নির্বাচন হয়নি। এদিকে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্ভবত এটাই ত্রিপুরা বারের শেষ নির্বাচন। কারণ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রবিবার দিনটিতে ত্রিপুরা বার বার্ষিক সাধারণ নির্বাচন আয়োজন করে থাকে। আগামী বছর এই সময়ে বিধানসভা নির্বাচন থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তাই আসন্ন বিধানসভার আগে এটাই ত্রিপুরা বারের শেষ নির্বাচন। এদিকে আদালত চত্বর সূত্রে জানা যাচ্ছে, এ বছরও কংগ্রেস এবং সিপিএম’র আইনজীবী

সংগঠন মিলে গত বছরের মতোই সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের নামেই লড়াই করতে চলছেন। উল্টো দিকে, বিজেপি আইনজীবী সংগঠন এখনও একাই লড়াই করার সিদ্ধান্তে রয়েছে বলে আদালত সূত্রে খবর। যদিও এই বিষয়ে এখনও কোনও আইনজীবী সংগঠনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি। এমনিতেই রাজ্যে কংগ্রেস-সিপিএম মিতালীর অভিযোগ রয়েছে। শাসকদল বিজেপি বারবারই এই অভিযোগ তুলে দুই দলকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে থাকে। এরই মধ্যে এই বার নির্বাচনে সংবিধান বাঁচাও মঞ্চের নামে কংগ্রেস ও বামপন্থীদের আইনজীবী সংগঠন আবার এককভাবে লড়াইয়ে নামলে স্বাভাবিকভাবে বিষয়টিকে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে তুলে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইবে শাসক বিজেপি। তাই এবারের এই আইনজীবী সংগঠনের লড়াইয়ে মূল রাজনৈতিক দলগুলির তীক্ষ্ণ নজর থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

# দফতরের সাহায্য না পেয়ে হতাশ কৃষকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১০ ফেব্রুয়ারি।। পরিকল্পনাবিহীন দায়সারা মনোভাব নিয়ে চাষে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কতিপয় কৃষকরা। বিগত সময়ে যেভাবে কৃষি দফতরের তরফ থেকে চাষিদের নিয়ে কর্মশালা বা আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মাটির উর্বর শক্তি পরীক্ষা করে কৃষিকাজ করার মনোমটা পদ্ধতি ছিল তা এখন না থাকায় বাধ্য হয়ে ভেড়িঘড়ি স্-স চাষিরা জমি প্রস্তুত করে ধান চাষের আগেই উপর দিকের কচিৎ নীচের কচিৎ করেই চাষ করে। কাঁঠালিয়া আর ডি ব্লকের অন্তর্গত উত্তর মহেশপুর এলাকা-সহ বেশ কয়েকটি স্থানে এরকম চিত্র উঠে আসছে। যদিও মাটির উর্বর শক্তি পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি নেই তা অনেক কৃষকের বোধগম্য নেই বলে জানা গেছে। শুধুমাত্র কার

আগে কে জমি প্রস্তুত করে ধান চাষ করতে পারবে এ কাজকে প্রধান্য দিয়ে কৃষকরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কৃষকদের মধ্যে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছে কিছু করার নেই। এক প্রকার পরিকল্পনাবিহীন নিজেদের মর্জিমামফিক রাসায়নিক সার, কীটনাশক ওষুধ-সহ ইত্যাদি প্রয়োগ করে চলছে কৃষিকাজ। তবে যথেষ্ট আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আরও অনেক অভিজ্ঞ কৃষকদের একটা অংশ। আবার কেউ কেউ বলছেন বর্তমান সময়ে গোবর কিংবা জৈব সারের সংকট রয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে রাসায়নিক সারের দিকে ঝুঁকি নিচ্ছে একাংশ কৃষকরা। যে কারণে কৃষিকাজের পুরনো পদ্ধতি এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এতে ব্যয় হলে মটি দিয়ে ফলানো উপাদান বিক্রি করে খুব একটা লাভবান নয় চাষিরা বলে

অভিমত অনেকেরই। অনেক চাষিদের অভিমত, ধান উৎপাদন যাই হোক না কেন গোখাদ্য হিসেবে খাওয়া প্রয়োজন। নতুবা গবাদি পশু না খেয়ে মরে যাবে। বাধ্য হয়ে গোপালকরাও এখন খানিকটা কৃষি কাজের দিকে ঝুঁকি নিচ্ছে। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে চলছে কৃষিকাজ। যতই আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষি ব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়া চেষ্টা করা হোক না কেন পুরনো পদ্ধতিতে একেবারে বাদ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি এখনো আসেনি। অনেক কৃষকরা কৃষি ক্ষেত্রে আমূল পরিকর্তার পরিপ্রেক্ষিতে দুঃখের সাথে নিজেদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। যারাই কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন প্রত্যেক কৃষকই মনে মানসিকভাবে হতাশায়া ভুগছেন বলে অভিমত কৃষকদের।

## সুসংহত স্থলবন্দরের শিলান্যাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১০ ফেব্রুয়ারি।। সাক্রমের ফেণি নদীর উপর ভারত-বাংলাদেশে মৈত্রী সেতু সংলগ্ন স্থানে গড়ে উঠছে সুসংহত স্থলবন্দর। সেই স্থলবন্দরের আনুষ্ঠানিকভাবে শিলান্যাস হয় বৃহস্পতিবার। সেখানে উপস্থিত

ছিলেন ভারতের ল্যান্ডপোর্ট অথরিটির চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র, ম্যানোজার দেবাশিস নন্দী, বিধায়ক শঙ্কর রায়, সাক্রম মহকুমার শাসক দেবপাল দেববর্মা-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। ৫০.১৩৭ একর জমিতে গড়ে উঠবে সুসংহত

স্থলবন্দর। এদিন ভূমিপূজার মধ্য দিয়ে স্থলবন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয়। আধিকারিকরা আশা ব্যক্ত করেছেন যথা সময়ের মধ্যে স্থলবন্দর নির্মিত হবে। আর সেই বন্দর শুরু হয়ে গেলে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাবে। উভয় অংশের মানুষই এতে উপকৃত হবেন।

### যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ ফেব্রুয়ারি।। যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন দু’জন। বিশালগড় থানার অন্তর্গত গুরুনগর রাস্তারমাথা এলাকায় এই দুর্ঘটনা। এদিন সন্ধ্যায় বিশালগড় থেকে ইউনুস মিয়া এবং বশির মিয়া বাইকে চেপে কাঞ্চনমালাস্থিত বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। তখনই

## কীর্তনে ধর্মের ষাঁড়ের তাণ্ডব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ ফেব্রুয়ারি।। ধর্মের ষাড় দেখলে যে কেউই সতর্ক হয়ে যান। বিশেষ করে পথ চলতি মানুষ রাস্তায় ধর্মের ষাড় দেখলে রাস্তা বদলে নেন। কারণ, ধর্মের ষাড় কখন কার উপর রেগে যায় তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শত শত মানুষের ভিড়ে ঢুকে পড়ে ধর্মের ষাড়। বিশালগড় টাউন গার্লস স্কুল মাঠে কীর্তন চলছে। সেখানেই ধর্মের ষাড় গিয়ে তাণ্ডব চালায়। যার ফলে একজন মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন বলেও খবর। ঘটনার পর মহিলাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তী সময় কীর্তনে আসা মানুষ এবং ব্যবসায়ীরা মিলে ষাড়টিকে অনেক চেষ্টার পর সেখান থেকে বের করে দেন। অভিযোগ, ধর্মের ষাড়ের কারণে এর আগেও বিশালগড় শহরে কয়েকজন পথচারি আহত হয়েছিলেন। তারপরও পুর পরিষদ কর্তৃপক্ষ এতদিন ধরে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যার ফলে ধর্মের ষাড় হরিনাম সর্কীর্তন কিংবা মেলার আসরেও ঢুকে পড়ছে। জানা গেছে, এদিনের সন্ধ্যায় মেলায় দোকান নিয়ে বসা কয়েকজন ব্যবসায়ীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

## দুর্ঘটনায় আহত তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে যান দুর্ঘটনা কোনোভাবেই কমছে না। প্রতিদিনই বিশেষ করে সিপাহিজলা জেলার অন্তর্গত বিভিন্নস্থানে যান দুর্ঘটনার খবর উঠে আসছে। বৃহস্পতিবার দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মারাত্মকভাবে আহত হল তিনজন। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত দেওয়ান বাজার সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, টিচার০২ইউ৬৩৭৭ নম্বরের বাইক নিয়ে দশমণি দেববর্মী বিশ্রামগঞ্জ বাজার থেকে দেওয়ান বাজারের দিকে যাবার সময় উদয়পুর থেকে বিশ্রামগঞ্জের দিকে আসা একটি বাইক এর সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে দুটি বাইকে থাকা তিনজন গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। দশমণি দেববর্মী ছাড়াও অপর দুই আহতরা হলেন মৌসুমী বেগম ও জামশেদ আলী। এর মধ্যে বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চন্ডীঠাকুর পাড়ার অরুণ দেববর্মার ছেলে দশমণি দেববর্মার কোমরে প্রচন্ডভাবে আঘাত লাগে। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ দমকল বাহিনীর কর্মীরা আহত তিনজনকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসে। তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে জরিপি হাসপাতালে রেফার করা হয় বলে জানিয়েছে হাসপাতালের চিকিৎসক। পরবর্তীতে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি বাইক উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

## খুনে তিন অভিযুক্ত গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। হবু শ্বশুরবাড়িতে বিপদনাশিনী পূজায় খুন হয়েছিলেন ২৫ বছরের বলরাম দেবনাথ। সেই খুনের মামলায় অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে মেলাঘর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে নলছড় এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার রাতে মেলাঘর থানাধীন পোয়াংবাড়ি এলাকায় বিপনাশিনী পূজায় নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন বলরাম দেবনাথ। তাকে খুনের অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়। সেই চার অভিযুক্তের মধ্যে প্রসেনজিৎ নমঃ, রতন নমঃ এবং বাদল নমঃ’কে পুলিশ গ্রেফতার করতে পেরেছে। অপর অভিযুক্ত টুটন সরকার এখনও গ্রেফতার হয়নি। ঘটনার মূল অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ নমঃ। অভিযুক্ত চারজনেরই বাড়ি পোয়াংবাড়ি বর্মনটিলায়। তাদের সাথে



বলরাম দেবনাথের আগে কখনও বগড়া হয়নি। তবে বলরামের কাছে অভিযুক্তরা ২৫ হাজার টাকা দাবি করেছিল বলে এলাকা সূত্রে খবর। সেই টাকা না দেওয়ায় বলরামের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিল অভিযুক্তরা। ওই এলাকারই সজীব বর্মণের বাড়িতে গত মঙ্গলবার বিপনাশিনী পূজা হয়েছিল। সেই বাড়ির মেয়ের সাথে বলরামের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। দু’জনের সম্পর্ক দীর্ঘদিন আগের। আর তাদের সম্পর্ককে প্রথম অবস্থায় মেনে নেয়নি পাল্লীপক্ষ। পরে অবশ্য তারা দু’জনের বিয়েতে রাজী হয়। মঙ্গলবার রাতে বলরামের বাবা-মাও বিপনাশিনী পূজায় গিয়েছিলেন। অভিযুক্তরা প্রথমে বলরামের বাবা’র উপর চড়াও হয়। কারণ, তিনি বুঝে গিয়েছিলেন বলরামের উপর অভিযুক্তরা হামলা করার জন্য আগে থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছে। বাবাকে মার খেতে দেখে এগিয়ে আসেন বলরাম। তখনই অভিযুক্তরা তিনজন মিলে বলরামকে ধরে এবং প্রসেনজিৎ হাতে ছুরি নিয়ে তার শরীরে একের পর এক আঘাত করে। যে কারণে শেষ পর্যন্ত বলরামের মৃত্যু হয়। সকলেই চার অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

## ময়দানে নামলেন বাদল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ ফেব্রুয়ারি।। শতবর্ষ প্রাচীন বিলোনিয়ার বিকেলই গ্যালারি ধ্বংসরূপে পরিণত হয়েছে জাতীয় সড়ক নির্মাণের দৌলতে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিরোধী দলের উপনোতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরী বিকেলই গ্যালারি পরিদর্শনে আসেন। সেখানে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, জাতীয় সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার অদুরদর্শিতার কারণে বহু পুরোনো খেলার মাঠ এবং গ্যালারি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি প্রচণ্ড ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, বিগত সরকারের সময়ে এই জাতীয় সড়ক নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তখনই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সাথে রাজ্য সরকার আলোচনা করেছিল যে, গ্যালারিটিকে বাঁচিয়ে যেন সড়ক নির্মাণ করা হয়। এ বিষয়ে ওই সময় কোন আপত্তি করা হয়নি। কিন্তু বর্তমানে তাদের পরামর্শে শতবর্ষ প্রাচীন গ্যালারি ধ্বংস করে জাতীয় সড়ক নির্মাণ করা হচ্ছে- সেই প্রশ্ন তালেছেন বাদল চৌধুরী। তার কথা অনুযায়ী প্রশাসনিক আধিকারিকরা ইচ্ছে করলে অবশ্যই গ্যালারি বাঁচিয়ে বিকল্পভাবে জাতীয় সড়ক নির্মাণ করতে পারতেন। কিন্তু তারা সেদিকে না গিয়ে গ্যালারিটি ধ্বংস করলো। বিষয়টি নিয়ে তিনি দক্ষিণ জেলার জেলাশাসকের সাথে কথা বলারবেশ বলে জানান। পাশাপাশি বিধানসভায় বিষয়টি উত্থাপন করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। তার দাবি, শতবর্ষ প্রাচীন বিকেলই গ্যালারিটি যেন আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। বাদল চৌধুরীর সাথে এদিন পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম জেলা কমিটির সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, তাপস দত্ত-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

## তিপ্রা মথার সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। বৃহস্পতিবার বিকেলে সিমনা বনিদানসভা কেন্দ্রের হেজামারার তমাকারি ভিলেজে তিপ্রা মথার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা তথা এডিসির কার্যনির্বাহী সদস্য সোহেল দেববর্মী, বিধায়ক বৃষকেন্দ্ৰ দেববর্মী, এমডিসি রঞ্জিত দেববর্মী, রুনীয়াল দেববর্মী প্রমুখ। এদিনের সভায় দাঁড়িয়ে তিপ্রা মথার নেতৃত্ব আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে তিপ্রা মথাকে আরও শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন। তাদের ভাষেই স্পষ্ট, তিপ্রা মথার পরবর্তী লক্ষ্য বিধানসভা নির্বাচন। এদিনের সভায় দলের কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মত।

# ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত মা ও বাবা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন মা-বাবা। পরিবারের তিনজনকেই প্রাণ্ডভাবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তবে চিকিৎসার কারণে তারা সঠিক সময়ে মামলা দায়ের করতে পারেনি। কিছুটা দেরিতে হলেও আক্রান্ত পরিবারটি উদয়পুর আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে। উদয়পুর আরকেপুর থানাধীন জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ পাড়ের প্রীতম ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন জনৈক সুভাষা আচার্য। তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৮ সালের ৬ জুলাই পূজা ভট্টাচার্যের

সাথে তার ছেলে সুবীর আচার্যের বিয়ের পর ধর্মেই প্রীতম ভট্টাচার্য এবং মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিয়েছেন। এমনকী তাদের দু’জনের পরামর্শে পূজা ভট্টাচার্য তার স্বামীর পরিবারের সদস্যদের সাথে প্রতিনিয়ত বগড়া করে। ২০২১ সালের ৪ নভেম্বর প্রতীম ভট্টাচার্য এবং মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে এসে জামাতা সুবীর আচার্যকে লাঠিশোটা দিয়ে

**প্রতিবাদী কলম**  
**খবর নয়, বেনে বিস্ফোরণ**  
৩7085917851

## পাচারকালে উদ্ধার প্রচুর শাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ১০ ফেব্রুয়ারি।। বিপুল পরিমাণে বেআইনিভাবে মজুত করা কাপড় উদ্ধার করতে সক্ষম হলো সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। বুধবার রাতে বিএসএফের ১০৯ ব্যাটেলিয়নের শ্রীনগর করিমাটিলা বিওপির জওয়ানরা এই বেআইনিভাবে মজুদ করা কাপড় উদ্ধার করে। বিএসএফের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আটককৃত কাপড়ের বাজার মূল্য আনুমানিক ২৫ লক্ষ টাকা। বিএসএফের তরফে জানানো হয়েছে, পাচার বাণিজ্যের জন্যই তা মজুদ করে রাখা হয়েছিল। এলাকারই কোন পাচার ব্যবসায়ী এ কাজের সঙ্গে জড়িত বলে ধারণা করা হচ্ছে। এপার থেকে ওপারে এই পাচার বাণিজ্য চলে বলে বিএসএফের দাবি। বিএসএফের তরফে আরো জানানো হয়, গত বছরও মিজোরামের নম্বর লাগানো একটি গাড়ি করে পাচার বাণিজ্য করার সময়ে বিএসএফের তাড়া খেয়ে গাড়িটি দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে। সেই গাড়িটি এখনো শ্রীনগর আউটপোস্টের থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। এদিন রাতে অভিযান চালিয়ে এই বিশাল পরিমাণ কাপড় উদ্ধার করলেও কাউকে আটক করলে সক্ষম হয়নি বিএসএফ জওয়ানরা।

## ফের গাঁজা-সহ আটক দুই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা / চুরাইবাড়ি, ১০ ফেব্রুয়ারি।। চুরাইবাড়ি রেলস্টেশন এলাকায় গাঁজা-সহ পুলিশের হাতে আটক দুই ব্যক্তি ধৃতরা হল অরঞ্জি রায় (২৫) এবং মুন্না রায়। অরঞ্জিৎ’র বাড়ি আগরতলার খেজুরবাগানে এবং মুন্নার বাড়ি বিহারে। তারা চুরাইবাড়ি রেলস্টেশন থেকে ট্রেনযোগে



বিহারের উদ্দেশে গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পুলিশ গোপন সূত্রে আগে থেকেই জেনে গিয়েছিল ট্রেনে গাঁজা পাচার করা হবে। তাই সাদা পোশাকে পুলিশকর্মীরা স্টেশনে উৎপেক্ষে বসে থাকেন। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি ব্যাগ নিয়ে স্টেশনে প্রবেশ করলে পুলিশ সন্দেহবশত তাদের আটক করে তল্লাশি চালায়। তাদের ব্যাগ থেকে মোট ১২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। অভিযুক্ত দুই ব্যক্তি বর্তমানে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের হেফাজতে আছে। ধৃতদের জেরা করে জানার চেষ্টা চলছে তাদের সাথে আর কাা এই চক্রের সাথে জড়িত। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এডভিপি আক্টেমামলা দায়ের করা হয়েছে। তাদের শুক্রবার ধর্মনগর জেলা আদালতে পেশ করা হবে।

## খবরের জেরে বেতন মিললো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বন্ধনগর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। খবরের জেরে বেতন পেলেন বন্ধনগর রুখিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের নিরাপত্তারক্ষীরা। গত ৫ মাস ধরে বেতন না পাওয়ায় নিরাপত্তারক্ষীরা কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার ১৬ জন কর্মীর উপর কোটি কোটি টাকার জিনিসপত্র দেখভালের দায়িত্ব আছে। কিন্তু তারা কাজ ছেড়ে দেওয়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। বঞ্চিত নিরাপত্তারক্ষীরা সবদামাধ্যমের কাছে তাদের অসহায়ত্বের কথা তুলে ধরেন। এমনকী কলমচৌড়া থানাতেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অবশেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সংস্থার তরফ থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের দু’মাসের বেতন মিটিয়ে দেওয়া হয়। তাই নিরাপত্তারক্ষীরা পুনরায় কাজ যোগ দেওয়ার কথা দিয়েছেন। তাদেরকে বলা হয়েছে বাকি তিন মাসের বেতন মঙ্গলবারের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়া হবে। বেতন হাতে পেয়ে খুশি নিরাপত্তারক্ষীরা।

<p><b>নির্বােজ বিজ্ঞপ্তি</b></p> <p>সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া মহিলার নাম শ্রীমতি দেবরানী চাকমা, বয়স ১৮ বৎসর, স্বামী শ্রী পূর্ণময় চাকমা, গ্রামঃ-খরকা পাড়া, থানা-রইশাবাড়ি, মেলাঃ- ধলাই, উচ্চতাঃ ৫ ফুট, গায়ের রঙঃ- ফণা, পরনে কালো রং এর প্যান্ট এবং কামি, উক্ত মহিলা গত ০২/০২/২০২২ ইং তারিখে রাত আনুমানিক ১০ টা নাগাদ নিম্ন বাড়ি হইতে বেরিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত সে বাড়িতে ও ফিরিয়া আসেন নাই। পরবর্তী সময়ে অনেকে খোঁজা-খুঁজির পরও তাহাকে খোঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।</p> <p>উক্ত বিষয়ে রইশাবাড়ি থানায় গত ০৩/০২/২০২২ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরী নথীভুক্ত করা হইয়াছে, যাহার নং ১২। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।</p> <p>উক্ত নির্বােজ মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।</p> <p>যোগাযোগের ঠিকানাঃঃ- পুলিশ সুপার, ধলাই জেলা, আমবাসা  দুরাভাষ নম্বরঃ ০৩৮২৬-২৬৭২৫১ (পুলিশ কন্ট্রোল, ধলাই)  ০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস), ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)   স্বাক্ষরঃঃ- পুলিশ সুপার  ধলাই জেলা, আমবাসা</p> <p>ICA/D/1769/22</p>	<p><b>PNle-T NO:- 31/EE-I/2021-22, Dated 09/02/2022</b></p> <p>The Executive Engineer, Division No-1, PWD(R&amp;B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on <b>23-02-2022</b> for 01(Two) No. Maintenance work. For details visit <b>https://tripuratenders.gov.in</b> or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.</p> <p>Sd/- Illegible  EXECUTIVE ENGINEER  AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R&amp;B),  AGARTALA, WEST TRIPURA</p> <p>ICA-C-3681-22</p>
--	---

NOTICE INVITING e-TENDER	
<b>Ref. No.F.2 (626)-MED/ECRP-II/NHM/GBPH/2021-22</b>	<b>Date- 08/02/2022</b>
e-Tender is hereby invited on behalf of the AGMC & GBPH, Agartala, Tripura from resourceful, experienced and bonafide licensed manufacturer or their authorized supplier/dealer/distributor for "SUPPLY OF CONSUMABLES, FURNITURE & OTHER EQUIPMENTS UNDER ECRP-II" at AGMC & GBPH, Tripura	
The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online up to: 16/02/2022 at 05:00 pm. All future modification/corrigendum shall be made available in the e- procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e procurement web portal only.	
<b>ICA-C-3668-22</b>	Sd/- Illegible (Dr. Sanjib Kr. Debbarma, MD, FIAP) Medical Superintendent & Head of the Dept., AGMC & GBPH, Govt. of Tripura



## জানা ওজানা হিপোক্রেটিসের হাসি



ঘটনাটি ঘটেছিল প্রাচীন গ্রিসে। আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগের ঘটনা। আঙুলগুলো নিয়ে বেশ বামেলায় পড়েছিলেন লোকটি। আঙুল ও নখ ফুলে মুণ্ডরের আকার ধারণ করেছিল। লাল হয়ে গিয়েছিল আঙুলের অগ্রভাগ, তুলতুলে নরম হয়ে গিয়েছিল স্পঞ্জের মতো।

ডাক্তার—কবিরাজ দেখানো বাদ রাখেননি তিনি। কাজ হলো না কিছুইতেই। শেষে তিনি শরণাপন্ন হলেন হিপোক্রেটিসের। গ্রিসে আছে ছোট এক দ্বীপ, নাম ‘কস’। গ্রিক কবি হোমারের মহাকাব্য ইলিয়াড—এ এই দ্বীপের নাম উল্লেখ আছে। তুরস্ক ও গ্রিসের মাঝামাঝি যে ইজিয়ান সাগর আছে, সে সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত এই কস দ্বীপ, তুরস্কের আনাতোলিয়া উপকূলের অনুরে। এই কস দ্বীপে বাস করতেন নামী এক চিকিৎসক, নাম হিপোক্রেটিস। হিপোক্রেটিস রোগীর আঙুলগুলো পরীক্ষা করেন। তিনি বলেন, আঙুলের এই ক্রটির নাম ‘ক্লাবিং’ বা ‘মুণ্ডের আঙুল’। সেই থেকেই শুরু। এর দেড় হাজার বছর পরেও বর্তমান চিকিৎসকেরা আঙুলের ক্লাবিং দেখে রোগ নির্ণয় করার সূত্র খুঁজে পান। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞানে আঙুলের ক্লাবিং সম্পর্কে হিপোক্রেটিস প্রথম বর্ণনা করেন বলে আঙুলের ক্লাবিং বা মুণ্ডের আঙুলকে ‘হিপোক্রেটিক ফিঙ্গার’ বা ‘হিপোক্রেটিসের আঙুল’ বলে ডাকা হয়।

আঙুলের ক্লাবিং হলে আঙুলের আকার বসলে যায়। নখ দেখতে মনে হয় উগড় করা চামচের মতো, হয়ে পড়ে স্পঞ্জের মতো নরম, আঙুলের আগাগুলো দেখতে মনে হয় মুণ্ডের মতো। যাঁদের আঙুলে এ লক্ষণগুলো রয়েছে, তাঁদের অনেকেই শ্বাসকষ্ট ও কাশিতে ভোগেন। অনেক কারণকে আঙুলের ক্লাবিংয়ের জন্য দায়ী করা যায়, যেমন জন্মগত হৃদরোগ ‘আইনেনমেঞ্জার সিন্ড্রোম’, ফুসফুসের রোগ; বিশেষ করে ফুসফুসের ক্যানসার, পরিপাকনালির সমস্যা ইত্যাদি। ‘হজকিন ডিজিভ’ নামের ক্যানসারেও আঙুলের ক্লাবিং দেখা দিয়ে পাের। অস্ত্রক্ষরা গ্রন্থির সমস্যা, যেমন হাইপারথাইরয়েডিজম হলেও দেখা দিতে পারে আঙুলের ক্লাবিং। অবশ্য বংশগত কারণেও হতে পারে ক্লাবিং। ক্লাবিংয়ের জন্য কোন রোগটি দায়ী, তা খুঁজে বের করার জন্য রোগীরা বিভিন্ন পরীক্ষা—নিরীক্ষা করেন চিকিৎসক। ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডে কোনো সমস্যা আছে কি না, তা বের করার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা করেন তিনি। ক্লাবিংয়ের জন্য দায়ী কারণটি খুঁজে বের করা হলে সে অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়।

কী প্রক্রিয়ায় ঘটে আঙুলের ক্লাবিং, তা এখনো পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, আঙুলের ক্লাবিং সম্ভবত রক্তের প্লাটিলেট কোষ থেকে উদ্ভূত গ্রোথ ফ্যাক্টর এবং রক্তনালির অ্যাথেরোস্ক্যাল গ্রোথ ফ্যাক্টরের সঙ্গে সম্পর্কিত। আঙুলের ক্লাবিং কেন ঘটে, তার পেছনে সম্ভবত একাধিক প্রক্রিয়া রয়েছে। মনে করা হয়, অনেকের ক্ষেত্রেই আঙুলের দূরবর্তী অংশে রক্তনালির সম্প্রসারণের কারণে কানেকটিভ টিস্যু বা সংযোজক কলা তৈরি হয়, যা আঙুলের ক্লাবিং তৈরিতে ভূমিকা রাখে। তবে এর বাইরেও আরও বিভিন্ন কারণ রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

বর্তমান আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে কিছু কিছু রোগ এবং শারীরিক অবস্থার লক্ষণ ও উপসর্গের নামকরণ করা হয়েছে হিপোক্রেটিসের নামানুসারে। এমন একটি নামকরণ ‘হিপোক্রেটিক ফেম’ বা

হিপোক্রেটিসের মুখমণ্ডল। যেমন

মৃত্যু, দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা, শরীর থেকে অতিরিক্ত বর্জ্য নির্গমন, অতিরিক্ত ক্ষুধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে পরিবর্তন দেখা দেয়। তখন চোখ কেটরে বসে যায়, কপালের দুই পাশের প্রান্তভাগ দেবে যায়, নাক চেপে বসে থাকে, ঠোঁট খসখসে হয়ে যায়, কপাল শীতল হয়ে যায়। মুখমণ্ডলের এ পরিবর্তন প্রথম বর্ণনা করেন হিপোক্রেটিস। তাই মুখমণ্ডলের এ পরিবর্তনকে বলা হয় ‘হিপোক্রেটিক ফেম’ বা হিপোক্রেটিসের মুখমণ্ডল। শরীরে হাইড্রোনিউমোথোরাক্স ও প্যায়োনিউমোথোরাক্স রোগ নির্ণয়ে রোগীর শরীর বাকিযে শরীরের অভ্যন্তরে পানির ছিটার মতো শব্দ বা স্প্যাশিং শোনার চেষ্টা করেন চিকিৎসকেরা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ শব্দকে ‘সাক্সাশান স্প্যাশ’ বলা হয়। হিপোক্রেটিসের নামানুসারে এ শব্দকে ‘হিপোক্রেটিক সাক্সাশান’ নামেও ডাকা হয়। চিকিৎসার প্রয়োজনে নানান যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন হিপোক্রেটিস। মেরুদণ্ডের হাড়ের ক্রটি সারাতে হাড়কে টানা দেওয়ার জন্য টেবিলসদৃশ যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি। চিকিৎসাবিজ্ঞানে সে যন্ত্রিক টেবিলকে ডাকা হয় ‘হিপোক্রেটিক বেষ্ট’ নামে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে অস্ত্রোপচার করার জন্য সার্জনেরা যে চাকু ব্যবহার করেন, তা হিপোক্রেটিসও ব্যবহার করতেন সেই প্রাচীন আমলে। আধুনিক শলাচিকিৎসা মাথার খুলি বা

হাড় ছিদ্র করার জন্য ব্যবহৃত গোলাকার করা ত ‘ট্রিফাইন’ ব্যবহার করেছিলেন হিপোক্রেটিস তাঁর চিকিৎসাপদ্ধতিতে। টিটেনাস বা ধনুস্তংকারের নাম কে না শুনেছে? টিটেনাস রোগে রোগীর মুখমণ্ডলের ‘ফেসল মাসল’ নামের মাংসপেশিতে অস্বাভাবিক ষ্চির্চনি দেখা দেয়। শুধু টিটেনাস নয়, স্ফিনাক্টন নামের বিেষর বিয্ক্রিয়া এবং ‘উইলনসন ডিজিভ’ নামের রোগেও মুখমণ্ডলের মাংসপেশিতে দেখা দেয় ষ্চির্চনি। এ—জাতীয় ষ্চির্চনিতে রোগীর চোখ বন্ধ হয়ে যায়, ঝুঁকু হয়ে পড়ে এবং দীতে দাঁত চেপে ধরা অবস্থায় রোগীর মুখে দাঁত বের করা হাসির মতো দেখা যায়। এ অবস্থাকে বলা হয় ‘হাইসাস সারডোনিকাশ’ বা সারডোনিক স্মাইল। এ হাসির আরেকটি নাম রয়েছে, তা ‘হিপোক্রেটিক স্মাইল’ বা হিপোক্রেটিসের হাসি। যে প্রাচীন চিকিৎসক হিপোক্রেটিসকে নিয়ে এত কথা, কে সেই হিপোক্রেটিস? লেখার শুরুতে সেই যে বলেছিলাম, গ্রিসের ‘কস’ দ্বীপের কথা। সে কস দ্বীপে জন্ম হয়েছিল হিপোক্রেটিসের। সে অনেক আগে, খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক ৪৬০ সালে। তাঁকে বলা হয় পশ্চিমা চিকিৎসা বিদ্যার জনক। সে আমলে হিপোক্রেটিস নামে আরও বেশ কয়েকজন চিকিৎসক ছিলেন। অন্যান্য হিপোক্রেটিসের চেয়ে আলাদা করে শনাক্ত করার জন্য তাঁকে ‘কস—এর হিপোক্রেটিস’ নামেও ডাকা হয়। কস দ্বীপে জন্ম হয়েছিল বলে এমন নামে ডাকা হয় তাঁকে। মানবদেহের কর্মপদ্ধতি এবং রোগের গতিপ্রকৃতি নিয়ে মৌলিক ধারণা দিয়েছিলেন হিপোক্রেটিস। প্রাচীন গ্রিসে সচরাচর সবাই বিশ্বাস করত, রোগ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছায়। কিন্তু হিপোক্রেটিসের চিকিৎসাতত্ত্ব অনুসারে, অসুখ—বিসুখ ঈশ্বরের ইচ্ছায় হয় না, বরং তা হয় প্রাকৃতিক শক্তির কারণে। হিপোক্রেটিস শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সম্পর্কেও বর্ণনা দিয়েছিলেন। তবে মূলত শরীরের বাহ্যিক অবস্থা উপলব্ধি করার মাধ্যমেই তিনি শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## লাখিমপুর খেরি কাণ্ড মন্ত্রীপুত্র আশিসকে জামিন দিল ইলাহাবাদ হাইকোর্ট

**লখনউ, ১০ ফেব্রুয়ারি।**। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোট-পর্বের সূচনার দিনেই জামিন পেলেন লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের গাড়ির চাকায় পিষে মারার ঘটনায় ধৃত আশিস মিশ্র। বৃহস্পতিবার ইলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ছেলে আশিসের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। গত বছরের ৩ অক্টোবর লখিমপুর খেরিতে আশিসের গাড়ির তলায় চাপা পড়ে কৃষি আইন বিরোধী বিদ্রোহকারী চার কৃষক এবং এক সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছিল বলে অভিযোগ। পরবর্তী হিংসার আরও চার জনের প্রাণ যায়। যদিও অজয়ের দাবি, ঘটনার সময় ওই গাড়িতে ছিলেন না আশিস। ওই ঘটনায় আশিস এবং তাঁর সঙ্গী অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী কৃষকদের লক্ষ্য করে গুলি চালানোরও অভিযোগ ওঠে। গত ৯ অক্টোবর আশিসকে গ্রেফতার করেছিল উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। তার কয়েক দিন পরেই উদ্ধার করা হয় তাঁর বন্দুক। লখিমপুর-কাণ্ডের

তদন্তে ঢিলেমির জন্য গত ২০ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে তুলোথোনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি এন ভি রমনা এবং বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছিল, সে দিন কয়েক হাজার কৃষকের জমায়েতে ওই ঘটনা ঘটলেও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ কেন মাত্র ২৩ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সন্ধান পেয়েছে। নভেম্বরে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) আদালতে পেশ করা রিপোর্টে জানানয়, লখিমপুরের ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত। ওই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার বিদ্যারাম দিবাকর তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, ‘এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। আগে থেকে পরিকল্পনা করেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।’ সিট-এর পেশ করা চার্জশিটে আশিস এবং তাঁর ড্রাইভার-সহ তিন জনকে কৃষক হত্যায় অভিযুক্ত করা হয়। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভোটপর্বের মাঝে প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ নেতা টেনির ছেলের জামিন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

## অনুব্রতকে তলব ‘গেরুয়া হবে জাতীয় পতাকা’



**কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি।**। গরু পাচার কাণ্ডে এবার অনুব্রত মণ্ডলকে সিবিআই তলব। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে দু’বার বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতি কে নোটিশ পাঠিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। যদিও অসুস্থতার কারণে হাজিরা এড়ান তিনি। রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই আবেদন মঞ্জুরও করে আদালত। হাইকোর্টের নির্দেশ ছাড়া তাঁকে গ্রেফতার করা যাবে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে ভোট পরবর্তী হিংসার পর এবার গরু পাচার কাণ্ডে ফের তাঁকে তলব করল সিবিআই। যদিও এখনও তার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। উল্লেখ্য, বুধবার গরু পাচার কাণ্ডে অভিনেতা তথা তৃণমূল সাংসদ দেব-কে তলব করেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। জানা

যখন আমরা বলতাম, অযোধ্যায় রামমন্দির হবে। তখন মানুষ আমাদের কথা শুনে হাসতেন। আজ সেখানে বিরাট মন্দির তৈরি হচ্ছে। ঠিক সেভাবেই ভবিষ্যতে কোনও দিন হয়তো ১০০, ২০০ বা ৫০০ বছর পর গেরুয়া পতাকা জাতীয় পতাকা হবে।’ তবে তাঁর পক্ষে যুক্তিও দেন তিনি। বলেন, ‘কয়েকশো বছর আগে রামচন্দ্রের রথের উপর গেরুয়া পতাকাই উড়ত। তখন কি আমাদের দেশে তেরদঙ্গ পতাকা ছিল? এখন হয়েছে। হয়তো আজই নয়। কিন্তু কোনও এক দিন এই দেশে হিন্দুমত্ বিরাজ করবে। সেই সময় লালকেল্লায় আমরা গৈরিক পতাকা তুলব।’ তবে এরই পাশাপাশি এখন যে ভারতের জাতীয় পতাকা রয়েছে সেটিকেও সম্মান করার কথা বলেছেন তিনি। কর্ণটিকের মন্ত্রী বলেন, ‘সংবিধান যেহেতু তেরদঙ্গকেই জাতীয় পতাকার মর্যাদা দিয়েছে, তাই সেটিকে সকলের সম্মান করতে হবে। যে জাতীয় পতাকাকে সম্মান করবে না, সে দেশদ্রোহী।’

## টিকা নিয়ে রাজনীতি শুরু মোদির! একমাত্র বিরোধীশূন্য

## রাজ্য নাগাল্যান্ড

**কোহিমা, ১০ ফেব্রুয়ারি।**। নাগাল্যান্ডে রইল না কোনও বিরোধী দল। এটিই এখন ভারতের একমাত্র রাজ্যে পরিণত হয়েছে যার রাজ্য বিধানসভায় কোনো বিরোধী দল নেই। বুধবার নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এনপিএফ) বিধায়ক ওয়াইএম ইয়োলো কনিয়াক ক্যাবিনেট মন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরে এখানকার রাজ্য সরকার একটি সর্বদলীয় সরকারে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও, তার মন্ত্রিসভার সহকর্মীরা এবং ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের (ইউডিএ) চেয়ারম্যান টি.আর. জেলিয়ায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নাগাল্যান্ডের সমস্ত শাসক ও বিরোধী দলগুলি কেন্দ্র ও নাগা সংগঠন এবং অন্যান্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে নাগা রাজনৈতিক ইস্যুকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভারতের প্রথম বিরোধী-হীন, মোদ্রাস্থি জোট সরকার গঠনের পাঁচ মাস পরে এই ঘটনাটি ঘটল। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল নাগা পিপলস ফ্রন্ট (এনপিএফ) যা নাগাল্যান্ডের ২৫ জন বিধায়ক নিয়ে রাজ্যের বৃহত্তম দল হয়ে উঠেছে তারা গত বছরের জুলাই মাসে নেফিউ রিও-এর নেতৃত্বাধীন পিপলস ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (পিডিএ) সরকারে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। গত বছর পাঁচ দফা প্রস্তাবের সঙ্গে জড়িত রাজনৈতিক দলগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা নাগা শান্তি নিয়ে আলোচনা করবে এবং শীঘ্রই একটি রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে পাবে।। তারা মীমাংসার জন্য একসঙ্গে দাঁড়ানোর সংকল্পও করেছিল এবং সকল নাগা রাজনৈতিক দলকে ঐক্য ও পুনর্মিলনের জন্য প্রচেষ্টা করার জন্য আবেদন করেছিল। আর আগেও দু’বার উত্তর-পূর্বের রাজ্যে সর্বদলীয় সরকার হবে। ২০১৫ সালে এই ধরনের প্রথম সরকার দেখা গিয়েছিল যখন বিরোধী কংগ্রেসের আটজন বিধায়ক তৎকালীন ক্ষমতাসীন নাগা পিপলস ফ্রন্টের সঙ্গে জোট করে নিয়েছিল। দ্বিতীয়বার যখন গত বছর সব দল একত্রিত হয়েছিল। তবে গত দু’বার জোটের অন্য দলগুলোর সরকারে মন্ত্রী হিসেবে সদস্য পদ ছিল না। নাগা গ্রুপ ১৯৯৭ সাল থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এবং ৩ আগস্ট, ২০১৫-এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন

**ইম্ফল, ১০ ফেব্রুয়ারি।**। মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের তারিখ সংশোধন করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রথম দফার ভোট হবে ২৭ ফেব্রুয়ারির পরিবর্তে ২৮ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় দফার ভোট তেসরা মার্চের পরিবর্তে পাঁচই মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। ফলাফল ঘোষণা করা হবে ১০ মার্চ। মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং আসম নির্বাচনের জন্য ইম্ফল পূর্ব জেলার হেইমগাং আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। মণিপুরে ৬০টি আসন রয়েছে। ভোটার তালিকা অনুযায়ী মোট ভোটার সংখ্যা ২০,৫৬,৯০১। এর আগে নির্বাচন কমিশন জাতিয়েছিল মণিপুরে প্রথম দফার নির্বাচন হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় দফার ভোট মার্চের ৩ তারিখ হবে বলে নির্বাচন কমিশনের তরফে ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে ৫ রাজ্যেই ভোট গণনা হবে আগামী ১০ মার্চ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে ২০১৭ সালের বিধানসভা নির্বাচন মণিপুরে

হয়েছিল ২ দফায়। এবারেও সেই নিয়মের বদল হয়নি। শেষ বারের নির্বাচন কমিশনের নির্ধৃত জানায় প্রথম দফায় মণিপুরে ৩৮ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট হয়েছিল ৪ মার্চ। বাকি ২২টি আসনে দ্বিতীয় দফায় ভোট হয়েছিল ৮ মার্চ। তবে সেবার ভোট গণনা হয়েছিল ১১ মার্চ। এবার হচ্ছে একদিন আগে। তবে করোনা উদ্বেগ মাথায় রেখেও ভোটের মরসুমে কোনও বদল নিয়ে আসা হয়নি মণিপুরে। যদিও প্রতি রাজ্যেই ভোট প্রক্রিয়ার সময় ভোটে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পালনের উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয় কমিশনের তরফে। এমনকী ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত রোড শো, বাইক র্যালিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। জোর দেওয়া হয় শুধুমাত্র ভার্য়্যাল র্যালিতে। অন্যদিকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচারের ক্ষেত্রেও ছিল নিষেধাজ্ঞা। সেই ক্ষেত্রে মাত্র ৫ জন কর্মী নিয়েই বাড়ি বাড়ি প্রচারে যেতে পারবেন রাজনৈতিক নেতারা বলে জানানো হয়।

## লাইফ স্টাইল

# অক্সিজেন দেওয়ার চিরাচরিত পদ্ধতি ভুল



হাসপাতালে বহু রোগীকেই অক্সিজেন দিতে হয়। শুধু হাসপাতালে কেন, বাড়িতেও বহু রোগীর অনেক সময়ই অক্সিজেনের দরকার হয়। বিশেষ করে করোনাকালে এর প্রয়োজন

আরও বেড়েছে। কিন্তু যে পদ্ধতিতে অক্সিজেন দেওয়া হয়, সেটি মোটেও ঠিক নয়। এমনই দাবি করেছেন আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকরা। এই হাসপাতালের তিন চিকিৎসক

নিজদের গবেষণাপত্রে অক্সিজেন দেওয়ার নতুন পদ্ধতির কথা জানিয়েছেন। প্রচলিত কায়দা কীভাবে দেওয়া হয় অক্সিজেন? নাকে নল বা অক্সিজেন মাস্ক লাগিয়ে শরীরে অক্সিজেন দেওয়া হয়। সাধারণত ঠাণ্ডা জলের বোতলের মধ্যে দিয়ে এই অক্সিজেন চালাহা হয়। এভাবে ঠাণ্ডা জলের মাধ্য দিয়ে আর্দ অক্সিজেন দেওয়ার পদ্ধতিকে বলে

‘কোল্ড বাবল হিউমিডিফিকেশন’। অক্সিজেন দেওয়ার এই পদ্ধতিটি মোটেই ঠিক নয়। এমনই দাবি করেছেন আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি, এই পদ্ধতি শ্বাসনালীকে দরকার মতো আর্দ করে না। বরং নানা সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। তবে একেবারে কায়ও যে ‘কোল্ড বাবল হিউমিডিফিকেশন’-এর দরকার নেই, তাও নয়।

ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরে থাকা রোগীদের এর দরকার হতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে অক্সিজেনকে আর্দ করার পাশাপাশি উপযুক্ত পরিমাণে তাপ দেওয়ারও দরকার। এমনই মত তাঁদের। সংবাদমাধ্যমকে আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসকরা প্রচলিত পদ্ধতিতে অক্সিজেন দিলে বহু রোগীর মৃত্যু ধরনের সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়ছে।

আগামী দিনে তাই নতুন পদ্ধতিতে অক্সিজেন দেওয়ার প্রস্তাব করছেন তাঁরা। তবে এখনই আতর্জিতক বা দেশীয় স্তরে এই প্রসঙ্গে কোনও প্রস্তাব ওঠেনি। তাঁদের গবেষণাপত্রটি সম্পর্কে কোনও মন্তব্যও শোনা যায়নি চিকিৎসক মহল থেকে। তাঁদের দাবি ঠিক হলে, আগামী দিনে অক্সিজেন দেওয়ার পদ্ধতি অনেকটাই বদলে যেতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।



# আশা-আশঙ্কার দোলাচলে রঞ্জি দল



**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি :** বরাবরই সিনিয়র দলকে নিয়ে প্রত্যাশা থাকে। ক্রিকেটপ্রেমীরা ভাবেন, এবার হয়তো ভালো কিছু হবে। যদিও প্রতিবারই সেই প্রত্যাশার অপমৃত্যু হয়। মার্বে ২০০৯-১০ সালে একবার ঐতিহাসিক সাফল্যের মুখ দেখেছিল রঞ্জি দল। এর আগে কিংবা পরে ব্যর্থতাই সঙ্গী। অথচ রঞ্জি ট্রফিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক চমকপ্রদ ফল করেছিল রঞ্জি দল। ২০১২-তে গ্রুপ পর্বের রাজস্থানকে হারিয়েছিল। আর ওই বছর রঞ্জি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রাজস্থান। বিভিন্ন সময়ে এই ধরনের খুচরো সাফল্য এসেছে। কিন্তু সার্বিক

সাফল্য আসেনি। এবার কি হবে? করোনা আবহে এই বছরের রঞ্জি ট্রফি হবে। যেহেতু অনেক দেরিতে রঞ্জি ট্রফি শুরু হবে তাই মাচের সংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে ৩২টি দলকে আটটি গ্রুপে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ একটি দল ন্যূনতম তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে। ২০১৯-২০ মরশুমেও একেটি দল আটটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছিল। অর্থাৎ প্রথমদিকে নিজেদের মেলে ধরতে না পারলেও পর বর্তী সময়ে নিজেদের ছন্দে ফেরার অনেক সুযোগ পেয়েছিল দলগুলি। এবার সেই সুযোগ আর নেই। মাত্র তিনটি ম্যাচেই নিজেদের যাবতীয় যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। এই

বিষয়টাই রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের আশঙ্কিত করে তুলেছে। আগামী ১৭ ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্য দল প্রথম নিজেদের মেলে ধরতে পারে তবে দুপুরের বিমানে গোটাঁ দল রওয়ানা হলো দিল্লি। এদিন রাতে হোটেলে পৌঁছেই নিভৃতবাস পর্ব শুরু করবে রাজ্য দলের সদস্যরা। পাঁচদিনের নিভৃতবাস পর্বের পর দুইদিন অনুশীলন করার সুযোগ পাবে। এই বছর দুইটি সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল ত্রিপুরা। কিন্তু দুই বছর ধরে ঘরোয়া ক্ষেত্রেও দিবসীয় ম্যাচ খেলার সুযোগ হয়নি। এই বিষয়টাই সমস্যা হবে বলে মনে করছে ক্রিকেট বোদ্ধারা। বিশেষ করে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## মহারাজের সিদ্ধান্তের উল্টো পথে সিএবি

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। সংখ্যাতের রাস্তা এড়িয়ে মধ্যপন্থার খোঁজ। তবে পদক্ষেপ যে আগের সিএবি সভাপতি তথা বর্তমান বোর্ড প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের সরাসরি বিরোধ, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ইডেন গার্ডেন্স আয়োজিত হতে ডলা ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের তিন টি২০ সিরিজে দর্শকদের প্রবেশে অনুমতি চেয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছে সিএবি। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেন্স বৈঠকে বসেছিল সিএবি-র অ্যাপেল কাউন্সিল। যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সব সদস্যদের অনুমতি ও ইচ্ছে অনুসারে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি ২০ সিরিজে যাতে বিসিসিআই দর্শক প্রবেশে ছাড়পত্র দেয়, সেই অনুরোধ করা হবে। ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে ইতিবাচক উত্তরই মিলবে বলেই প্রত্যাশাও রাখছে সিএবি।প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার ৭৫ শতাংশ দর্শক নিয়ে ম্যাচ আয়োজনের অনুমতি দিলেও এ-ব্যাপারে আরও একটু সাবধানী বোর্ড। আমদাবাদে আয়োজিত ওয়ান ডে সিরিজের মতেই ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ইডেনে আয়োজিত হতে চলা টি২০ সিরিজও দর্শকশূন্য আয়োজন করতে চাইছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ইডেনে তিনটি টি২০ ম্যাচ হবে ১৬, ১৮ ও ২০ ফেব্রুয়ারি। আপাতত সিএবি-র তরফে অনুরোধ পাওয়ার পর ও বর্তমান করোনা পরিস্থিতির উন্নতির কথা মাথায় রেখে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড দর্শকদের প্রবেশ ছাড়পত্র দেয়

●এরপর দুইয়ের পাতায়

## তরুণ যুগরাজের হ্যাটট্রিক

# দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১০ গোল

**নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি।।** ভারতের হয়ে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমে হ্যাটট্রিক যুগরাজ সিংহের। ভারতের বিরাট জয়ের পিছনে মুখ্য ভূ মিক। নিলেন তরুণ ড্র্যাগ ফ্রিকার। বুধবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ১০-২ ব্যবধানে জেতে ভারত চার, ছয় এবং ২৩ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি কর্নার থেকে

তিনটি গোল করেন যুগরাজ। এই মুহূর্তে ভারতের অন্যতম দ্রুত ড্র্যাগ ফ্রিকার তিনি। এমনটাই দাবি করেছেন তাঁর কোচ অজয় কুমার। গুরুসাহিবজিত সিংহ এবং দিলপ্রীত সিংহ দুটি করে গোল করেন। বাকি তিনটি গোল করেন হরমনপ্রীত সিংহ, অভিষেক এবং মনপ্রীত সিংহ। গোটাঁ ম্যাচে ১২টি পেনাল্টি

কর্নার পেয়েছিল ভারত। এটাই প্রমাণ করে গোটাঁ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে কী পরিমাণ চাপে রেখেছিল তারা।মদলবার ফ্রান্সকে ৫-০ গোলে হারায় ভারত। প্রো হকি লিগে পর পর দুটি ম্যাচ জিতে বেশ ভাল জায়গায় ভারত। পরের ম্যাচে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ফিরতি ম্যাচ খেলবে তারা। শনিবার হবে সেই ম্যাচ।

## কুশল ওপেন টেনিসে রাজ্য দল ঘোষিত



**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি :** ১৮-তম কুশল স্মৃতি ওপেন টেনিসের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রাজ্য দল ঘোষিত হলো। ত্রিপুরা থেকে হোয়াইট এবং ব্লু এই দুইটি দল অংশগ্রহণ করবে। এদিন মালধ্ব নিবাস স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে এক ট্রান্সআন্টনের মধ্য দিয়ে রাজ্য দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি তাদের হাতে

তুলে দেওয়া হয় জার্সি। রাজ্য দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো—(হোয়াইট দল) অবিনাশ সাহা, অমিত রিয়াং, সপ্তন্তু ঘোষ, ভিকি দেববর্মা, প্রণীল ঘোষ, নুয়া জমাতিয়া, শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য।(ব্লু দল) তুইজিলাং দেববর্মা, ক্রিস্টাল সরকার, সৃজন পুরকায়স্থ, রামগোপাল, অভিরূপ সরকার, প্রীতম সিং এবং সৃশা চক্রবর্তী। দলের কোচ চিন্ময় দেববর্মা এবং

ম্যানেজার মুম্ময় সেনগুপ্ত। এদিকে, আগামীকাল দুপুর বারোটায় হবে প্রতিযোগিতার ডা় ইতিহাসেই সমস্ত আমন্ত্রিত দলগুলি শহরে এসে পৌঁছেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায়, যুগ সম্পাদক অরুণ রতন সাহা, সভাপতি প্রণব চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ বিধান রায় এবং স্পনসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা।

# হচ্ছে কৃত্রিম ঘাসের মাঠ

# উমাকান্ত পাওয়া যাবে না তিন মাস

# জুলাই-এ শুরু হতে পারে ক্লাব ফুটবল

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি :** সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ফুটবল সিজন জুন মাসে শুরু হতে পারে। অতীতে অবশ্য আগরতলা ক্লাব ফুটবল মে মাসেই শুরু হয়ে যেতো কিন্তু বর্তমান সময়ে ফুটবল সিজন পেছনে চলছে। তবে এই বছর যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত টিএফএ-র ঘরোয়া ক্লাব ফুটবল চলছে তাই আগামী ফুটবল সিজন পিছিয়ে দেওয়ার দাবি ছিল ক্লাবগুলির।টিএফএ-র নিয়ম মতো প্রতি বছর মার্চ মাসে ঘরোয়া ক্লাব ফুটবলের দলবদল। তবে এবার যেহেতু ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ক্লাব ফুটবল রয়েছে তাই ক্লাবগুলি আগামী সিজনের দলবদল পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছিল। জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল এবার দলবদল দুই মাস পিছিয়ে যাচ্ছে। এতদিন যে দলবদল মার্চ

মাসে হতো তা এখন হবে মে মাসে। তবে এর জন্য টিএফএ-র বিশেষ সাধারণ সভা ডাকতে হবে। আপাতত প্রস্তাব যে, ২১-৩১ মে আগামী সিজনের ফুটবলের দলবদল হবে। অর্থাৎ ক্লাবগুলি দুই মাস সময় পাচ্ছে। এদিকে, দলবদল যেহেতু পিছিয়ে যাচ্ছে তাই ঘরোয়া ক্লাব ফুটবলও পিছিয়ে যাবে। খবরে প্রকাশ, টিএফএ চাইছে জুন মাসে ঘরোয়া ক্লাব ফুটবল শুরু করতে। অর্থাৎ সি’ ডিভিশন লিগ। জুলাই মাসে সি’ ডিভিশন লিগ এবং আগস্টে সিনিয়র লিগ চলবে। মার্বে নকআউট ফুটবল এবং মহিলা লিগ, নকআউট। টিএফএ সূত্রে খবর, শীতে ক্লাব ফুটবলে মাঠে দর্শক কম হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে করোনার বিধি-নিষেধ। তবে আগামী মে-জুন মাসে হয়তো এই পরিস্থিতি থাকবে না। তাই মে মাসে দলবদল করে জুন মাসে ঘরোয়া ক্লাব

ফুটবল শুরু হবে। অবশ্য টিএফএ জুন মাসে ক্লাব ফুটবলের কথা বলেও উমাকান্ত মাঠ নিয়ে সমস্যা হতে পারে। জানা গেছে, আগামী মার্চ মাসে উমাকান্ত মাঠে কাজ শুরু হবে। ক্রীড়া দফতর উমাকান্ত মাঠে অ্যাস্টেটোরিফ বসাবে। ভিন্নরাজ্যের যে কোম্পানি কাজ পেয়েছে তারা নাকি ১০০ দিন সময় চেয়েছে। তাই জুন মাসে কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে টিএফএ-র ধারণা। টিএফএ-র এক কর্তা বলেন, যেহেতু জুন মাসের আগে উমাকান্ত মাঠ পাওয়া যাবে না তাই দলবদল মে মাসে করে জুন বা জুলাই মাসে ঘরোয়া ক্লাব ফুটবল শুরু হবে। তার দাবি, উমাকান্ত মাঠে অ্যাস্টেটোরিফ বসানো হলে জল-কাপায় কোন সমস্যা হবে না। তখন বর্ষাওে খেলা করা যাবে। অর্থাৎ আগামী ফুটবল সিজনে কৃত্রিম ঘাসের মাঠে খেলা হবে। তবে এই ধরনের মাঠের

রক্ষণাবেক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। টিএফএ এবং ক্রীড়া দফতর মাঠ কতটা ঠিক রাখে তাই দেখার। এদিকে, ঘরোয়া ফুটবলের দলবদল দুই মাস পিছিয়ে যাওয়ায় ক্লাবগুলি কিছুটা হলেও সন্তুষ্ট পেলো। এছাড়া এবার ক্লাব লিগ শুরু হতে হতে জুন-জুলাই। আর সিনিয়র লিগ শুরু হতে হতে আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস। তবে এবার দুর্গা পূজো কিন্তু এগিয়ে এসেছে। ফলে সিনিয়র লিগ নিয়ে টিএফএ-কে চিন্তা করতে হবে। আগামী মার্চ মাসে উমাকান্ত মাঠের কাজ শুরু হবে।।সাত্বে তিন মাস মাঠ ছেড়ে দিতে হবে। এই মাসেই শেঠ হচ্ছে ক্লাব ফুটবল। দুই মাস বিরতির পর মে মাসে দলবদল। তারপর ঘরোয়া ফুটবলের প্রস্তুতি। বলা চলে ৩-৪ মাস বিরতির পর ফলে উমাকান্ত মাঠে ফুটবল দেখা যেতে পারে এবার।

## পিছিয়ে দেওয়া হলো ফুটবলের দলবদল

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি :** ২০২২-২৩ মরশুমের লক্ষ্যে টিএফএ-র দলবদল প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। টিএফএ-র সংবিধান মোতাবেক ৩১ মার্চের মধ্যে দলবদল প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে হয়। যেহেতু বর্তমানে খেলা চলছে বিগত মরশুমের তাই ক্লাবগুলি প্রতিযোগিতা শেষ করার পর সাথে সাথে দল গঠন করতে প্রস্তুত নয়। এক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিবন্ধকতা একটা বড় ফ্যাক্টর। তাই ক্লাবগুলি চেয়েছিল যাতে দলবদল প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়া হয়। টিএফএ তাদের দাবি মেনে আগামী ২১-৩০ মে পর্যন্ত দলবদল প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে। লিগ কমিটির সচিব মনোজ দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন।

## কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হচ্ছে আইপিএলের স্পনসরশিপ

**নয়াদিল্লি, ১০ ফেব্রুয়ারি।।** আর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা। তার পরই আইপিএলের মেগা নিলাম। স্পনসরশিপের সৌজন্যে কোটি কোটি টাকা আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের হাতে। রেকর্ডের পর রেকর্ড করে চলেছে ১০ ফ্র্যাঞ্চাইজি। এবারও সবাইকে টেক্কা দিয়ে একনশ্বরে চেমাই সুপার কিংস। একশো কোটি টাকায় জার্সির সামনের অংশের স্পনসরশিপ বিক্রি করেছে। কাশ রিচ টেনিসেন্টের ইতিহাসে এটাই সবচেয়ে বড় অঙ্কের চুক্তি। তার কাছাকাছি গিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ৯০ কোটি টাকায় জার্সির সামনের অংশের স্পনসরশিপ বিক্রি করেছে। তৃতীয় স্থানে উঠে এসেছে লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি। ৭৫ কোটি টাকায় জার্সির সামনের অংশের স্পনসরশিপ বিক্রি করেছে। এরপরই আছে কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং রয়্যাল চ্যালেন্জার্স বেঙ্গালুরু। আগের বছরের তুলনায় এবার প্রায় ৮০-৮৫ শতাংশ বেশি টাকায় বিক্রি হয়েছে স্পনসরশিপ। পুরনো স্পনসরদেরও আর্থিক চুক্তির পরিমাণ বাড়ছে। বাকিসের মেবে কিছুটা পিছিয়ে গুজরাট টাইটান্স। তবে শ্রীহাই স্পনসরের তালিকা যোশা করাবে তাঁরা। জার্সি এবং কিটের স্পনসরশিপ বিক্রি করেছে দলগুলো বিশাল অঙ্কের টাক্ষ পাচ্ছে।

# বলির পাঁঠা রেফারিরা, দায়ী টিআরএ

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি :** শুধুমাত্র কমিটির দখল নিলেই দায়িত্ব শেষ? ত্রিপুরা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের (টিআরএ) সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ড কিন্তু এই প্রশ্নটাকে ফের সামনে এনেছে। টিআরএ-র দায়িত্বে ২০১৮ থেকেই রয়েছে তারা। মার্বে এক বছর ফুটবল বন্ধ ছিল। এই সময়টাকে স্বভাবতই অন্যান্য সংস্থার মতো তারাও বেকার বসেছিল। ফুটবল মরশুম যখন শুরুর হলো তখন টিএফএ-র মতো টিআরএ-রও কিছু দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্য, সেটা হয়নি। ফলে চলতি লিগে একাধিক অব্যবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের। মরশুম শুরুর আগে রেফারিদের নিয়ে ক্লিনিক বা শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে অভিজ্ঞ রেফারিরা জুনিয়রদের আধুনিক ধ্যান-ধারণা এবং নিখুঁত হওয়ার কৌশল শিখিয়ে দেন। কিন্তু এই বছর মরশুম শুরুর আগে টিআরএ-র তরফে সেই ধরনের কোন শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়নি। বলা যায়, ক্লাবগুলি যে রেফারিং নিয়ে এতটা ক্ষুদ্র তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো শিবিরের ব্যবস্থা না করা। প্রথম ডিভিশনের সিংহভাগ ম্যাচেই রেফারিদের একাধিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হয়েছে। পাশাপাশি টিআরএ-র কিছু অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার ফল ভুগতে হয়েছে রেফারিদের। এক রেফারি কখনও সিনিয়র লিগের ম্যাচ পরিচালনা করেননি। একদিন মাঠে গিয়েছেন। সেদিন অন্য এক রেফারির সিনিয়র লিগের ম্যাচ পরিচালনা করার কথা। কিন্তু প্রথম ডিভিশনের ম্যাচ পরিচালনা না করে তিনি শহর ছেড়ে চলে যান। টিআরএ-কে এই ব্যাপারে কিছু জানাননি। নির্ধারিত সময়ের মাঠেও রেফারিদের টিআরএ-র তরফে তাকে ফোন করা হলে তিনি জানান, অন্য কোথাও ম্যাচ পরিচালনা করছেন। তখন বাধ্য হয়ে টিআরএ এমন এক রেফারিকে সেদিন ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দেয়

## সুপার লিগে উত্তেজক লড়াইয়ের প্রত্যাশা

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি :** একটা আশঙ্কা নিয়ে ঘরোয়া ফুটবল শুরু করেছিল টিএফএ। তবে সেই আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মোটামুটি মসৃণভাবেই অভিমলঞ্চে পৌঁছেছে ২০২১-২২ মরশুমের ঘরোয়া ফুটবল। প্রথম ডিভিশন শেষ হওয়ার পথে। প্রাথমিক পর্বের পর এবার চূড়ান্ত লড়াইয়ের অপেক্ষা। চার দলীয় সুপার লিগ শুরু হবে ১২ ফেব্রুয়ারি। ফরোয়ার্ড ক্লাব, এগিয়ে চল সংখ্য, লালবাহাদুর এবং রামকৃষ্ণ ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রাথমিক পর্বে বেশ কিছু ম্যাচ জরুজমতি হওয়া যাবে। বলা যায়, প্রাথমিক পর্বের নিরীখে সেরা চারটি দলই সুপারে উঠেছে। খেতাবের দাবিদার কে? এই প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেওয়া যাবে না। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মতে, সুপারের চারটি দলই সমশক্তিসম্পন্ন। এগিয়ে চল সংখ বা ফরোয়ার্ড ক্লাবের হাতে হয়তো বিদেশি ফুটবলার আছে কিন্তু তাই বলে তারা বাড়তি সুবিধা পাবে এমন মনে করছে না বিশেষজ্ঞরা। কারণ লালবাহাদুর এবং রামকৃষ্ণ

কিন্তু প্রাথমিক পর্বে তাদের শক্তি বুঝিয়েছে। ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে বিধস্ত হয়েছে রামকৃষ্ণ ক্লাব। অথচ প্রথম পাঁচ ম্যাচে তাদের চ্যাম্পিয়নের মতো দেখিয়েছে। উত্তরবঙ্গের প্রবীণ সুকা, সত্যমশর্মা, ধনরাজ তামাং-রা প্রথম মরশুমেই আগরতলার দর্শকদের মন জিতে নিয়েছে। সুপার লিগে এদের সাথে যোগ দেবে ব্যাঙ্গালুরু-র এফসি এবং এফসি গোয়ার হয়ে আইএসএল খেলা দুই ফুটবলার লালনুন ফেলা, টুলুঙ্গা। স্বভাবতই রামকৃষ্ণ ক্লাবের শক্তি অনেকটাই বেড়ে গেছে। চার দলের মধ্যে প্রাথমিক পর্বে রামকৃষ্ণ ক্লাবের রক্ষণকে অনেক জমাট দেখিয়েছে। লালবাহাদুর ব্যায়ামাগারের রক্ষণও বেশ ভালো খেলেছে। আক্রমণভাগে সুস্থিশীল ফুটবলার না থাকলেও বেশ কয়েকজন গতিসম্পন্ন ফুটবলার আছে। মূলতঃ এরাই দলকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রথম দিকে দেবরাজ কিংবা জগদীশ-রা ছন্দে না থাকলেও বর্তমানে তারা ছন্দে রয়েছে। বা লালবাহাদুরের পক্ষে একটা বিরাট অ্যাডভান্টেজ। বড় বাজেটের দল

এগিয়ে চল সংখ অবশ্যই খেতাবের বড় দাবিদার। বিদেশি অ্যারিস্টাইড দলের প্রধান সম্পদ। দলটির আক্রমণভাগ এবং মাঝমাঠ নিয়ে কোন প্রশ্নই নেই। কিন্তু রক্ষণভাগ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। রামকৃষ্ণ ক্লাব তাদের রক্ষণভাগের ক্রটিগুলি দেখিয়ে দিয়েছে। একই কথা বলা যায় ফরোয়ার্ড ক্লাবের সম্পদেও। চিজোবা, ভিদাল চিসানো দুই বিদেশি সমৃদ্ধ ফরোয়ার্ড ক্লাবের আক্রমণভাগ অন্যতম সেরা। কিন্তু মাঝমাঠে বল ধরে খেলার ফুটবলার নেই। যে কোন কারণেই হোক স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তনি প্রীতম মেনো-কে প্রথম একাদশে নামানো হচ্ছে না। পরিবর্ত হিসাবে নামছে প্রীতম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, প্রীতম-কে প্রথম থেকেই খেলানো উচিত। মাঝমাঠ এবং আক্রমণভাগের মধ্যে যে বাবখানটা তৈরি হচ্ছে সেটা তাহলে মুছে যাবে। চার সমশক্তিসম্পন্ন দলের লড়াইয়ে কারা শেষ হাসি হাসবে সেটা সময়ই বলবে। তবে ফুটবলপ্রেমীরা শেষলগ্নে শুধুমাত্র ফুটবল রোমাঞ্চের স্বাদ পেতে চায়।

# অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের লক্ষ্যে প্রগতি-র প্রস্তুতি

**প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি :** অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিসিএ। এর আগে অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুতঃ ২০২১-২২ মরশুমে এখনও পর্যন্ত টিসিএ-র অবদান এই অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট সম্পন্ন করা। মহিলাদের একটি আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট হয়েছে বটে তবে সেটা যতটা না ক্রিকেটের উন্নয়নের স্বার্থে তার চেয়ে অনেক বেশি টিসিএ-র ক্ষমতা জাহির করার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসেই হয়তো অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট শুরু হতে পারে। গত বছরের পর এবারও জাতীয় ক্ষেত্রে বিজয় মার্চেট ট্রফি অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট থেকেই এই প্রতিযোগিতার দল গঠন করা হয়। তা এই বছরও যদি অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট না হয় তবে আগামী মরশুমে বিজয় মার্চেট ট্রফির দল গঠন করাই অসম্ভব হয়ে



দাঁড়াবে। টিসিএ-র বর্তমান কমিটি সেটা আর দেখে যেতে পারবে না। কিন্তু ক্রিকেটের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় একটা নিরপেক্ষ গাষ্টী অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট করার জন্য উঠে-পড়ে লেগে পড়ছে। শুধু সদর নয়, রাজা জুড়েই যেন অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয় তার একটা

চেষ্টা চলছে। ফলে শহরের কোচিং সেন্টারগুলির প্রস্তুতিতে তেজিভাব এসেছে। সবকয়টি সেন্টারই নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি পর্ব চাচ্ছে যাচ্ছে। প্রস্তুতির ফাঁকে ফাঁকে অনুশীলন ম্যাচও খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার নিপকো মাঠে প্রগতি প্লে সেন্টারের দুইটি দল এরকম একটি প্রস্তুতি ম্যাচে অংশ নিলো। নতুনদের নিয়ে গড়া প্রগতি-এ মুখোমুখি হয় সেন্টারের বড়দের বৈশিষ্ট্যই প্রগতি-বি দলের। ম্যাচে দুর্দান্ত লড়াই হয়েছে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি-বি দল ৪০ ওভারে করে ২৮৫ রান। জবাবে নতুনদের নিয়ে গড়া প্রগতি-এ দল দারুণ লড়াই করে। শেষ পর্যন্ত তারা ২৮১ রান করে। ৪ রানে পরাজিত হলেও প্রগতি-এ দলের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছে। দময়্য দেবনাথ ৫৬ এবং বিক্রম দেবনাথ ৫০ রান করেছে।



# ফিনান্স সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। আবারও এক বেসরকারি ফিনান্স সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগটি উঠলো। অভিযোগটি তুলে রামনগর ৬নং রোড এলাকায় ফ্লোভ দেখিয়েছেন একটি দম্পতি। খণের টাকা সুদে আসলে ফিরিয়ে দিয়েও তাদের গহনা পাচ্ছে না। এই গহনা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ফিনান্স সংস্থার বিরুদ্ধে। যদিও এই ঘটনায় থানায় মামলা হয়নি। প্রকাশ্যেই প্রতারণার শিকার দম্পতি অন্যায়ের প্রতিবাদ

করেছেন। ওই পরিবারটি আবার শাসকদলের বিধায়ক সুরজিং দত্তেরও দ্বারস্থ হয়েছেন। যদিও এখন পর্যন্ত তারা কোনও বিচার পাননি। জানা গেছে, এক দম্পতি তাদের সোনার গহনা ফিনান্স কোম্পানিতে জমা করে খণ নিয়েছিলেন। এই টাকা সুদে আসলে ফিরিয়েও দিয়েছেন। এখনও যে গহনা জমা রেখে খণ নিয়েছিলেন এগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। প্রত্যেকদিনই রামনগর ৬নং রোড এলাকায় অবস্থিত ফিনান্স সংস্থাটিতে

যাচ্ছেন তারা। বৃহস্পতিবারও সকাল ১১টায় আসেন ও বিকাল ৪টা পর্যন্ত বসে থাকেন। কিন্তু সোনার গহনা ফিরিয়ে দেয়নি ওই সংস্থা থেকে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই ওই দম্পতিটি দ্বারস্থ হয়েছেন শাসকদলের বিধায়ক সুরজিং দত্তের কাছে। পরে সাংবাদিকের কাছেও এই অভিযোগের কথা জানিয়েছেন। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনের জায়গা থেকেই প্রকাশ্যে দিনের আলোতে চুরি গেছে একটি বাইক। শহরে একের পর এক চুরি হয়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়েছেন। পূর্ব থানা এলাকায় ব্যাপক হারেই চুরি বেড়েছে। থানার ওসি বদল হলেও চোরদের সাজা একই রয়ে গেছে। চোররা একের পর এক পুলিশকে

## পূর্ব থানার বগলে চুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। শহরে চুরি এখন নিত্যদিনের ঘটনা। এবার চুরির ঘটনা হয়েছে পূর্ব থানার পাশে পাম্প হাউসে। পুরনিগমের এই পাম্প হাউসে বহু মূল্যবান সামগ্রী চুরি হয়েছে। এই ঘটনায় পূর্ব থানায় একটি মামলা করেছেন আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার ডা. শৈলেশ যাদব। পুলিশ এই ঘটনায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় মামলা নিয়েছে। প্রসঙ্গত, থানার ঠিক পেছনেই এই পাম্প হাউসটি। এই জায়গায় কিভাবে চুরি হয় তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। একদিন আগেই আগরতলা প্রেস ক্লাবের সামনের জায়গা থেকেই প্রকাশ্যে দিনের আলোতে চুরি গেছে একটি বাইক। শহরে একের পর এক চুরি হয়ে যাওয়ায় আতঙ্কিত হয়েছেন। পূর্ব থানা এলাকায় ব্যাপক হারেই চুরি বেড়েছে। থানার ওসি বদল হলেও চোরদের সাজা একই রয়ে গেছে। চোররা একের পর এক পুলিশকে

## ঠেলায় নির্ভরশীল দমকল বাহিনীর গাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১০ ফেব্রুয়ারি।। ডাবল ইঞ্জিনের যুগেও সরকারি গাড়ি ঠেলা না দিলে চলে না। গাড়িতে পেট্রোল থাকলেও ঠেলা দিতেই হবে। কারণ, গাড়ির ইঞ্জিন সারাই করার মত ত্বির নেই দফতর কর্তাদের। অথচ ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা সব সময় আপাংকালীন পরিস্থিতিতে ছুটে আসেন। ওই সময়েও যদি গাড়ি না চলে হয় তাহলে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। জানা গেছে, খোয়াই জেলার কল্যাণপুর ফায়ার স্টেশনের এই গাড়ি। বৃহস্পতিবার সামাজিক

মত করে মন্তব্য করেছেন। তবে তারা অগ্নি নির্বাপক দফতরকে যতটা না গালমন্দ করেছে তার চেয়ে বেশি কটাক্ষ করেছে সরকারকে। কারণ, নেতা-মন্ত্রীরা সবসময় দাবি করে থাকেন ডাবল ইঞ্জিন আসার পর থেকে এ রাজ্যের চেহারা পাল্টে গেছে। তবে কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে তা রাজ্যবাসী প্রতিদিনের অভিজ্ঞতাতেই বুঝতে পারছেন। এও অভিযোগ উঠেছে সেই গাড়িটির রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। যেহেতু, রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ

কর্মীরা। বিভিন্ন জায়গা থেকে সাহায্যের জন্য তাদেরকে ফোন করা হলে এই গাড়ি নিয়েই তারা ঘটনাস্থলে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তবে গাড়ি চালু করার জন্য প্রথমেই সবাই মিলে পেছন থেকে ধাক্কা দিতে থাকেন। তবে ধাক্কা দিলেই যে গাড়ি চলবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এলাকাবাসীর অভিযোগ গাড়িটি অনেক দূর তেলে নিয়ে গেলেও বিভিন্ন সময় চালু হয় না। আবার কখনও কখনও দুই ধাক্কাতেই গাড়ি চালু হয়ে যায়। গাড়ি কখন চালু হবে তা নিয়ে স্থানীয় লোকজন বিভিন্ন সময় নিজেদের মধ্যে বাজিও ধরেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে আপাংকালীন ব্যবহার সাথে যুক্ত গাড়ির যদি এই হাল হয় তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? দমকল কর্মীরাও কতদিন এভাবে ধাক্কা দিয়ে কাজ চালিয়ে যাবেন? তারা যদি সঠিক সময়ে ঘটনাস্থলে না পৌছতে পারেন তাহলে নাগরিকদের ক্ষোভ কিভাবে আছড়ে পড়ে তা সহ্যই জানেন। যে কোন ঘটনায় দমকল কর্মীরাই আক্রান্ত হন। তাই দাবি উঠছে অন্তত দমকল বাহিনীর কথা মাথায় রেখে গাড়িটি পরিবর্তন করা হোক। অন্তত ডাবল ইঞ্জিনের মুখ রাখা হবে!



মাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের সেই গাড়ি ঠেলার দৃশ্য একেবারে ভাইরাল হয়ে গেছে। ভাইরাল ভিডিও দেখে নাগরিকরা যে যার

শেষ তাই গাড়িটি অচল বলেই ঘোষণা করার কথা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই গাড়িটি ব্যবহার করছেন কল্যাণপুরের ফায়ার সার্ভিসের

## মাকে রক্তাক্ত করলো নেশাগ্রস্ত ছেলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। নেশাগ্রস্ত ছেলের তাণ্ডেও গুরুতর জখম জন্মদাত্রী মা। জখম মাকে ভর্তি করা হয়েছে জিবিপি হাসপাতালে। ছেলের বিরুদ্ধে বিরক্ত বাবা মুখ খুলেছেন পুলিশের কাছেও। হৃদবিদারক এই ঘটনা এডিনগর থানার এসডি মিশন কলোনি এলাকায়। অভিযুক্ত যুবকের নাম কার্তিক সাহা। জানা গেছে, কার্তিক নিজে পেশায় রিকশাচালক। তবে ঘরে টাকা দেয় না। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকে রাস্তায়। বাড়ি থেকেও টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরেই নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে কার্তিক। মাদ এবং ড্রাগসের নেশায় প্রত্যেকদিনই রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এনিয়ে স্থানীয়রা বেশ কয়েকবার থানা-পুলিশও করেছে। কিন্তু পুলিশ কখনোই

কার্তিকের বিরুদ্ধে আইনত কোন শাস্তির ব্যবস্থা করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। কার্তিক প্রায়ই নেশা দ্রব্য কেনার জন্য বাড়িতে ফিরে তার মার উপর অত্যাচার করে। বৃহস্পতিবারও বাড়ি ফিরে টাকার জন্য মায়ের উপর চড়াও হয়। নেশার টাকা দিতে অস্বীকার করায় অভিধারিণী মাকেই লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারতে থাকে। লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হন তিনি। মাকে রক্তাক্ত করে পালিয়ে যায় কার্তিক। খবর পেয়ে তার বাবা বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি নিজের রিকশাচালক। আহত মাকে ভর্তি করা হয় জিবিপি হাসপাতালে। কার্তিকের বাবার দাবি, ছেলে প্রায়ই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ঘরে ফিরে তাদের উপর নির্ভাতন চালায়। এনিয়ে এডিনগর থানায় কয়েকবারই অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজ হয় না। এই ঘটনা ঘিরে থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। পরিবারের

লোকজনই কার্তিকের কঠোর শাস্তি চাইছেন। জানা গেছে, কার্তিকের তিন বোনও রয়েছে। রিকশা চালিয়ে তার বাবা তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। অথচ কার্তিক রিকশা চালিয়ে ঘরে কোনও টাকা পরসাদ দেয় না। সব টাকা উড়িয়ে দেয় নেশা দ্রব্যে। গোটা এডিনগর এলাকার ভালো একটি অংশের যুবক নেশায় ডুবে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এদিনের ঘটনায় এলাকাবাসীরা কার্তিককে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়েছে।

**LIC**  
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA  
আপনি কি বেকার, ব্যবসায়ী, গৃহবধু, কোনও বেসরকারি ফার্মের কর্মী বা অতিরিক্ত আয় খুঁজছেন?  
দেরি না করে আজই LIC এজেন্ট হিসাবে যোগ দিন।  
তাতে দারুণ আকর্ষণীয় কমিশন এবং বিভিন্ন সুবিধা। ন্যূনতম ১৮ বছর এবং মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।  
যোগাযোগ —  
**9436123408**  
**8414931861**

**GRAMMAR & SPOKEN**  
ছোটদের, বড়দের ও Competitive পরীক্ষার্থীদের English grammar, Spoken, Written ও Translation পড়ানো হয় এবং Recording Videos প্রদান করা হয়।  
— যোগাযোগ করুন —  
**Mob - 9863451923**  
**8837086099**

**অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ**  
Free সেবা 3 মাসের 100% গ্যারান্টিতে সমাধান  
প্রশ্নে বাধা, ব্যবসায়িক ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সন্তান ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গল্পকব, কর্মে বাধা, গুণ্ডাবিদা কালাজাদু, মূর্তকরণ, জাদুট্রেনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।  
যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই দ্রুত সমাধান পান  
স্পেশালিস্টঃ বশীকরণ, মূর্তকরণ এবং কালাজাদু  
Contact 9667700474

**বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**  
অল ত্রিপুরা কন্ট্রাকটর এসোসিয়েশনের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে আগামী ১৩ই ফেব্রুয়ারি (রবিবার) বেলা ১২টায় আমাদের এসোসিয়েশনের হল ঘরে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় সকল স্তরের সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।  
**আলোচ্য বিষয়**  
১) এসোসিয়েশনের ভবিষ্যত কর্ম পদ্ধতি।  
২) সাধারণ সভার দিন ঠিক করা।  
৩) বিবিধ।  
সুভাষ চন্দ্র দত্ত  
চেয়ারম্যান, এডহক কমিটি  
অল ত্রিপুরা কন্ট্রাকটর এসোসিয়েশন।

## যান সন্ত্রাসে মৃত ১, আহত ২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। যান সন্ত্রাসের মৃত্যু ঠেকাতে বার্থ রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। প্রতিনিয়ত জাতীয় সড়ক যান সন্ত্রাসের ফলে রক্তে লাল হচ্ছে। এবার জিরানিয়ার কলাবাগান এলাকায় যান সন্ত্রাসে মৃত্যু হচ্ছে ২১ বছরের এক বাইরের রাজ্যের শ্রমিক। অন্যদিকে বণিকা চৌমুহনিত একটি ট্রিপার গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর জখম দুই যুবক। পর পর দুই দুর্ঘটনায় রক্ত ঝরলো রাস্তায়। রাজ্যে খুনের চেয়েও অনেক বেশি হচ্ছে যান সন্ত্রাসে মৃত্যু। এরপরও এসব বিষয় নিয়ে মাথা ব্যথা নেই শাসক থেকে বিরোধী দলের কারোয় নামে কয়েক জায়গায় মাইকিং করলেও বাস্তবে গোট বছরই উধাও হয়ে থাকে পুলিশ প্রশাসন। শুধুমাত্র চালান কেটেই সরকারি কোম্পানির টাকা বাড়িয়ে খুশি ট্রাফিক পুলিশবাবু। এভাবেই টাকা রোজগার বাড়ানো হচ্ছে বাস্তবে ট্রাফিক পুলিশরা যান সন্ত্রাস রূপে পুরোপুরি বার্থ বলে অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, বুধবার রাতে ইটভাটা শ্রমিক অজয় কুমার (২১) জাতীয় সড়কের পাশ দিয়েই একটি দোকানে যাচ্ছিলেন। রাস্তায়

তাকে একটি গাড়ি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় পথ চলতি এক লোক দেখতে পেয়ে দমকল খবর দেন। খবর পেয়ে ছুটে যান দমকল কর্মীরা। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার অজয়কে জিরানিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। হাসপাতালে নেওয়ার পরই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অজয় কুমার। বৃহস্পতিবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে। জানা গেছে, পুলিশ এখনও পর্যন্ত খুনি গাড়ি এবং চালককে আটক করতে পারেনি। যান সন্ত্রাসের ঘটনাগুলিতে পুলিশের উদ্যোগ নিয়েও নানামহলে প্রশ্ন উঠেছে। বৃহস্পতিবারই বণিকা চৌমুহনিত একটি ট্রিপার গাড়ির ধাক্কায় জখম হয়েছেন দুই যুবক। এই দুই যুবক বাইকে চেপে আগরতলার দিকে আসছিলেন। বণিকা চৌমুহনিত ট্রিপার গাড়ির ধাক্কায় রাস্তায় তারা ছিটকে পড়েন। রক্তাক্ত অবস্থায় দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহতরা হলেন অপর্ণ দেববর্মী এবং সাগর দেববর্মী। তাদের চিকিৎসা চলাছে হাসপাতালে। পর পর দুটি দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

## আক্রান্ত অবসরপ্রাপ্ত আর্মির পরিবার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি।। দেশ সেবার নিযুক্তরাই এখন রাজ্যে এডিনগর থানার পুলিশ। মিলনচক্রের রাস্তা থেকে চুরি যাওয়া একটি বাইক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্ধার করেছেন পুলিশ। বিশালগড় থানার সহযোগিতায় চুরি যাওয়া টিআর-৩১-৫৯১৫ নম্বরের সুপার স্পেলন্ডার বাইকটি উদ্ধার করা হয়েছে। জানা গেছে, বড় দোয়ালীর বাসিন্দা সৈকত কান্তি দত্তের এই বাইকটি মিলনচক্রের রাস্তা থেকে চুরি হয়েছিল। চুরির পরই এডিনগর থানার ওসি সঞ্জীব লক্ষ্মের কাছে অভিযোগ যায়। তিনি দ্রুত বাইকটি উদ্ধারের উদ্যোগ নেন। সোনামুড়া পর্যন্ত প্রত্যেকটি থানায় দ্রুত খবর দেওয়া হয়। পুলিশ খবর পেয়ে বাইকটি উদ্ধারে নেমে পড়েন। যথারীতি বিশালগড় বাইকটি উদ্ধার হয়। পুলিশের দাবি অনুযায়ী বাইকটি রাস্তার পাশে ফেলেই পালিয়ে যায় চোর। উদ্ধার বাইকটি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এর মালিক সৈকত কান্তি দত্তের হাতে। এই ঘটনায় ওসির ডু মিকায় সন্তুষ্ট বড় দোয়ালী এলাকার বাসিন্দারা।

পাওনা ছিল? সুশাস্ত গুরুং বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, বুধবার রাতে সাড়ে নয়টা নাগাদ তাদের বাড়িতে ইট এবং পাথর দিয়ে ঢিল ছোড়া শুরু হয়। তারা ভয়ে ঘরের পরজা লাগিয়ে নিজেদের আটকে রাখেন। এমন সময় তাদের বাড়ির গেট ভেঙে দেওয়া হয়। একদল দুর্ভুক্তি সুশাস্তবাবু এবং তার স্ত্রী-মেয়ের নাম করে খরাপ ভাষায় কথা বলতে শুরু করে দেয়। মেয়েকে রাস্তায় বের হলে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারা হবে বলে হুমকি দিতে থাকে। অত্যাচরণে পড়ে সুশাস্তবাবু প্রথমে পুলিশ এসপি'র কাছেই ফোন করেন। তিনি জানান, তার ফোনের পর পুলিশের একটি গাড়ি আসে। কিন্তু পুলিশের সামনেই তাদের উপর ইট এবং পাটকেল ছোঁড়ে। পুলিশ সামনে থাকলেও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত

**ব্যাস এখন আর দুঃখ নয়**  
আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান  
সমস্যা ১০০ শতাংশ অতিস্বর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।  
**মিয়া সুফি খান**  
যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, হেম, বিবাহ, কালো জাদু, সন্তান, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারো পরে হয়ে থাকে তাহলে অতিস্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।  
তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং আত্ম-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। পতনের একটি নাম।  
**মোবাইল : 8798144508 / 8798144507**  
ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

**ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার**  
Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan Agartala - 8787626182  
যেকোনো ব্যাধা থেকে  
**Relife**  
যেমন -  
বাতের ব্যাধা, কোমর ব্যাধা, হাঁটু ব্যাধা, ব্যবহার করুন।  
**Orthorel Capsules**  
MRP : 275/-

**লোক চাই**  
Bangalore এ Indian Super Security Cop System লোক নিয়োগ করা হবে। শূন্যপদ ১৩০। যোগ্যতা - মাধ্যমিক পাশ, বয়স- ১৮ থেকে ৩২। বেতন - ১৫,০০০ টাকা, Duty - 10 hours। থাকার জায়গা Free।  
যোগাযোগের ঠিকানা- তেলিয়ামুড়া  
ভর্তির শেষ তারিখ - ১৪/০২/২০২২  
Email - dasconsultancycenter@gmail.com  
Mobile No. 8974700733

**VISION CONSULTANCY**  
Admission Point  
We Provide Admission Guidance for MBBS/BDS/BAMS  
TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA  
(Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)  
LOW PACKAGE 45 LAKH  
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY  
Call Us : 9560462263 / 9436470381  
Address : OfficeLane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

**বিশ্বাত রিউম্যাটোলজীস্ট / বাত রোগ বিশেষজ্ঞ**  
এখন আগরতলায়  
**Dr Ankit Patawari**  
MD, DM - Clinical Immunology and Rheumatology (IPGMCER)  
Consultant Rheumatologist NMCER Hospital, Guwahati Apollo Hospital, Guwahati  
হাই আপনি নিম্নলিখিত ৫ পদক্ষেপগুলিতে বা অসুখে আক্রান্ত হতে থাকেন  
দীর্ঘমেয়াদী সন্ধিতে ব্যাধা ৬ সপ্তাহ ধরে, তিন বা ততোধিক সন্ধিতে ব্যাধা, আপনার হাতের মুষ্টিতে অথবা আপনার পায়ের সন্ধিতে কি কোন ফোলা বা ব্যাধা আছে, শরীরের আড়ন্ততা প্রতিদিন সকালে ১ ঘণ্টা করে, আপনার পরিবারের কারোর আর্থ্রাইটিস আছে, ব্যাধা ও মোচড় যুক্ত আর্থ্রাইটিসে গাটে বা সন্ধিতে মোচড় অনুভব করা, রিউম্যাটাইড আর্থ্রাইটিস বা বাত রোগ, SLE, LUPUS.  
তবে তাঁরা সমস্ত রিপোর্ট সমেত ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিতে পারেন  
**Health Well Pharmacy**  
Srinagar, TV Center, Opposite Police Hospital  
তারিখ : ১৩-২-২০২২ ইং (রবিবার)  
**Contact 7085566101/9862814681**

**বিশেষ দ্রষ্টব্য**  
প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা রাখেনা নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাধা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

**“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”**  
**BAPPIRAJ FURNITURE**  
Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura  
Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur  
বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার  
9436940366